অভিসৃতি

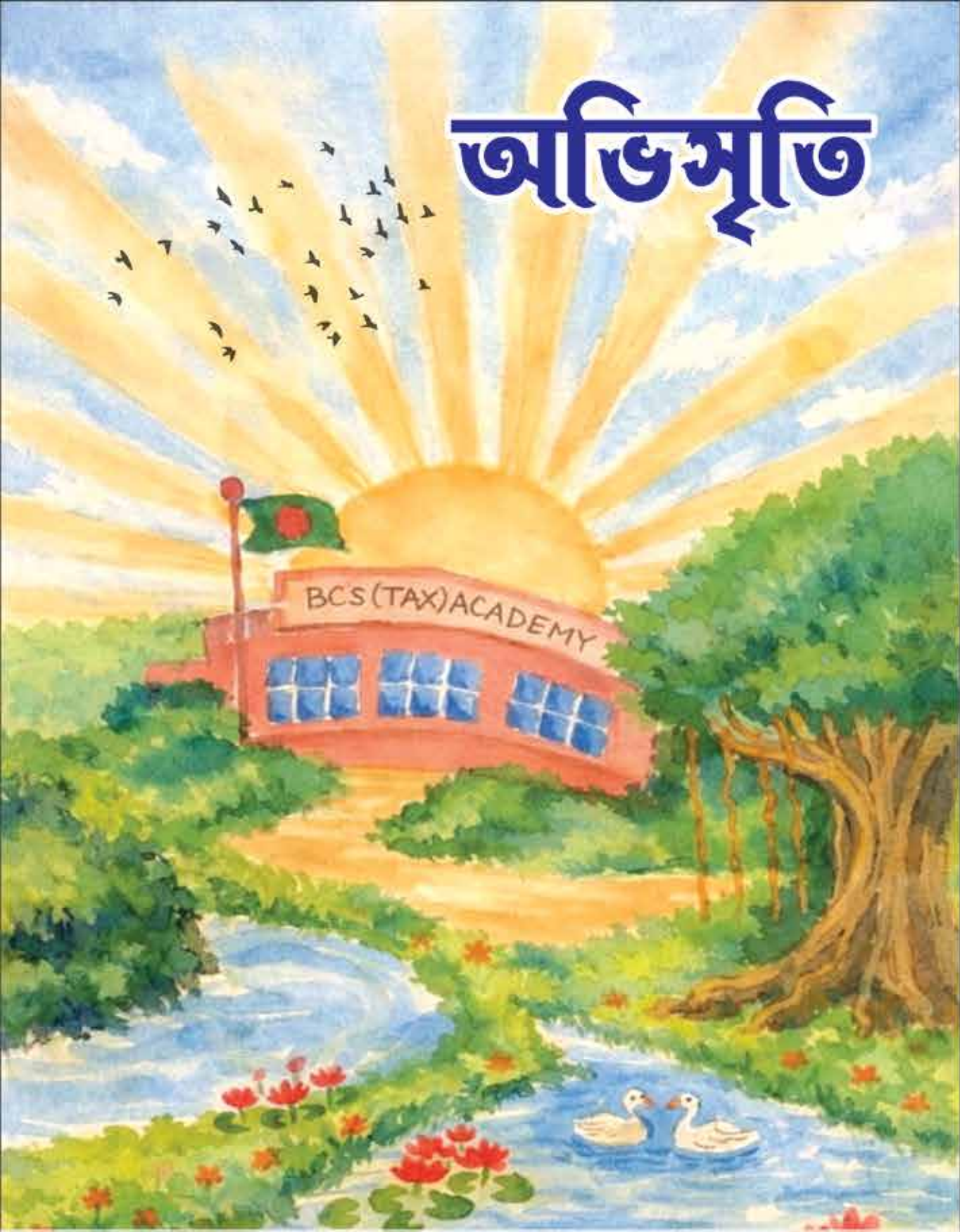

৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা

অভিসৃতি

৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা

অভিসৃতি

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উপদেষ্টা
মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
রিগ্যান চন্দ্র দে
মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়া
এস.এম. আশিকুর রহমান

বিশেষ সহযোগিতায়
খন্দকার মোঃ হাসানুল ইসলাম
স্নিগ্ধ জ্যোতি আহমেদ
সানজানা সালসাবিল মম
শারজিয়া শারমিন
মোঃ আব্দুল আহাদ
মোঃ আসিফ মাহমুদ

সম্পাদক
জয়ন্ত বসাক

সম্পাদনা পর্ষদ
ফারজানা আক্তার
মোঃ আতিকুর রহমান
মো. নুরুল ইসলাম
শরীফুল ইসলাম
প্রসেনজিৎ কর্মকার

নামকরণ
এস এম ফায়জুল বারী রাতুল

প্রচ্ছদ
পূর্ণিতা রানী রায়

মুদ্রণ
অরেঞ্জ প্রিন্টার্স
১৮৮, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯২৩-৯৬৮৭২৩
E-mail : orangezakir@gmail.com

প্রকাশনা পরিষদ

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে ৩০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল সমাপ্তি নবীন কর্মকর্তাদের পেশাগত জীবনের এক স্মরণীয় মাইলফলক। এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কেবল প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেননি, বরং শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনকল্যাণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের দক্ষ রাষ্ট্রসেবক হিসেবেও গড়ে তুলেছেন।

এই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ **"অভিসৃতি"** প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা, সহমর্মিতা ও সাফল্যের এক অনন্য দলিল। এখানে সংরক্ষিত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলো তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। একইসাথে এই গ্রন্থটি প্রশিক্ষণকালীন গড়ে ওঠা সৌহার্দ্য ও পেশাগত বন্ধনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি স্মার্ট, আধুনিক ও জনবান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। স্বচ্ছতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সুশাসনের ভিত্তিতে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করাই কর বিভাগের মূল লক্ষ্য। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত মানসিক দৃঢ়তা ও পেশাগত জ্ঞান নবীন কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে, যা প্রকারান্তরে জাতীয় উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মজীবনে আপনাদের সাফল্য কেবল দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সততা, মানবিকতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনই হবে আপনাদের যোগ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড। আপনাদের সৃজনশীল চিন্তা ও নেতৃত্বগুণ কর প্রশাসনকে আরও জনআস্থাসম্পন্ন এবং গতিশীল করে তুলবে।

আমি প্রত্যাশা করি, এই প্রশিক্ষণের শিক্ষা আপনাদের কর্মপথের পাথেয় হয়ে থাকবে। **"অভিসৃতি"** প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, সম্পাদনা পর্ষদ ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা।

(মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ)

সদস্য
(কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে অনুষ্ঠিত ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন সহকারী কর কমিশনারদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে অমলিন রাখার মানসে **"অভিসৃতি"** নামক যে স্মারক সংকলনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে রাজস্ব প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যয় ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগের দায়িত্ব, কার্যপরিধি ও গুরুত্ব ক্রমাগত বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, দক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও জনমুখী কর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব প্রয়োজনীয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত এবং প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক বাস্তবতায় কর ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল, কার্যকর, স্বয়ংক্রিয় ও সময়োপযোগী করে তুলতে প্রয়োজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, উদ্ভাবনী চিন্তায় সমৃদ্ধ, নৈতিকতায় দৃঢ় এবং দায়িত্ববোধে সচেতন কর কর্মকর্তা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, নৈতিক দৃঢ়তা, জনসেবার মানসিকতা এবং পেশাদার উৎকর্ষ বিকশিত হবে-যা তাদের সমগ্র কর্মজীবনে এক মূল্যবান পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ সময়কে, অনেক স্মৃতিকে ধারন করবে যা কোন এক সময়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে- এমনটি প্রত্যাশা করা যায়।

(জি এম আবুল কালাম কায়কোবাদ)

সদস্য
(ট্যাক্সেস লিগ্যাল এন্ড এনফোর্সমেন্ট)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তিলগ্নে এক সৃজনশীল উদ্যোগের সাক্ষী হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪০তম, ৪১তম ও ৪৩তম ব্যাচ এবং বিভাগীয় নবীন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণের স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে যে **"অভিসৃতি"** নামক স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই নান্দনিক প্রয়াসের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

চাকুরি জীবনের শুরুতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মূলত একজন কর্মকর্তার পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। দীর্ঘ ছয় মাসের এই নিবিড় প্রশিক্ষণে শৃঙ্খলা, শুদ্ধাচার, দাপ্তরিক দক্ষতা ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার যে দীক্ষা প্রদান করা হয়, তা একজন দক্ষ ও আদর্শ কর কর্মকর্তা গড়ে তোলার অপরিহার্য উপাদান। একাডেমির শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণের স্বতন্ত্র ধরণ একে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। নবীন কর্মকর্তারা যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি সফলভাবে সম্পন্ন করছেন, তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের এই অভিযাত্রায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা অপরিসীম। একটি জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও সহজ রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আয়কর কেবল রাজস্বই নয়, এটি সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠারও হাতিয়ার। মনে রাখবেন, আপনারা কেবল একটি পেশায় যুক্ত হচ্ছেন না, বরং দেশমাতৃকার সেবায় এক গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। আমার বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দেশপ্রেমের সমন্বয়ে আপনারা আগামী দিনের কর প্রশাসনকে আরও মানবিক, দক্ষ ও দূরদর্শী হিসেবে গড়ে দেবেন।

এই স্মারকগ্রন্থটি নবীন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকালীন সোনালী দিনগুলোর স্মৃতি দলিল হয়ে থাকুক-এই প্রত্যাশা করি। আমি গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং সকল প্রশিক্ষণার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি প্রার্থনা করছি।

(এ কে এম বদিউল আলম)

সদস্য
(আন্তর্জাতিক কর)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

প্রশিক্ষণ কেবল দক্ষতা অর্জনের একটি ধাপ নয়; এটি আত্মউন্মেষ, পেশাগত দায়বদ্ধতা ও রাষ্ট্রসেবার চেতনায় নিজেকে প্রস্তুত করার এক গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা। বিসিএস (কর) একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৪০তম, ৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস (কর) ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাগণ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের সমাপ্তিলগ্নে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় ও অর্থবহ প্রয়াস। এই সুন্দর উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

একটি শক্তিশালী, টেকসই ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় রাজস্ব আহরণের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আয়কর বিভাগ আজ কেবল অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় করার দায়িত্বই পালন করছে না; বরং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই মহৎ দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী নীতিমালা, প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন এবং সর্বোপরি দক্ষ, সৎ ও মানবিক জনবল।

এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই আয়কর বিভাগে নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় একটি সুদূরপ্রসারী ও লক্ষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই প্রশিক্ষণ কেবল কারিগরি জ্ঞানার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি কর্মকর্তাদের নৈতিক দৃঢ়তা, নেতৃত্বগুণ ও জনসেবামূলক মনোভাব বিকাশের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। এর মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাগণ কর প্রশাসনের প্রকৃত দর্শন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের গভীরতা উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁদের ভবিষ্যতে শুধু দক্ষ পেশাজীবী কর্মকর্তা হিসেবেই নয়, বরং আদর্শ, দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণে নিবেদিত রাষ্ট্রকর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে। কর ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিকবান্ধব রূপ নিশ্চিতকরণে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন-এমন প্রত্যাশাই রাখি।

এই স্মারকগ্রন্থ নবীন কর্মকর্তাদের জন্য একদিকে যেমন স্মৃতিবহ দলিল হয়ে থাকবে, তেমনি তাঁদের পেশাগত পথচলায় এটি হবে এক নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস।

(মোঃ লুৎফুল আজীম)

সদস্য
(কর জরিপ ও পরিদর্শন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে আয়োজিত ছয় মাসব্যাপী ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪০তম, ৪১তম, ৪৩তম ও বিভাগীয় ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাগণ তাঁদের পেশাগত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি পর্যায় অতিক্রম করেছেন। এই অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

একটি কার্যকর ও ন্যায়ভিত্তিক কর ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আর্থিক সক্ষমতা ও সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে আয়কর প্রশাসনের দায়িত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশিক্ষণকালে অর্জিত আইনগত, প্রশাসনিক ও বাস্তবমুখী জ্ঞান ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আপনাদের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমি প্রত্যাশা করি, পেশাগত সততা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করলে আপনাদের অবদান জাতীয় উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থার অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী)

সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
ও
সভাপতি, বিসিএস ট্যাক্সেশন এসোসিয়েশন

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪০তম, ৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল পরিসমাপ্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জনে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রশিক্ষণের এই তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখতে **"অভিসৃতি"** শিরোনামে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। এই স্মারকগ্রন্থ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন অভিজ্ঞতা, অর্জন ও সৌহার্দ্যের স্মৃতিকে ধারণ করে একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে ভবিষ্যতে তাদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা আয়কর বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ, সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদের কোনো বিকল্প নেই। বিসিএস (কর) একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নবীন কর্মকর্তাগণ একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী কর প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য নিজ নিজ প্রস্তুতির পথযাত্রা শুরু করেন।

বাংলাদেশের কর সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশন, নীতি সংস্কার এবং ক্রমবর্ধমান করদাতাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে, নিজেকে ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তৈরি করতে হবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও করদাতাবান্ধব স্মার্ট কর প্রশাসন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

প্রিয় সহকর্মী,
বিসিএস ট্যাক্সেশন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে তোমরাই প্রকৃত ব্রান্ড এম্বাসাডার। সেভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। তাই সততা হোক আমাদের সার্বক্ষণিক সাথী, যোগ্যতা হোক মর্যাদার প্রতীক এবং ন্যায্যতা হোক অনুসৃত নীতি। তার জন্য প্রয়োজন, নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতা সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্র নিষ্ঠা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সময়মত অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত জীবন যাপন আকাঙ্ক্ষা সীমিতকরণ ও সার্থক জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নবীন রাজস্ব যোদ্ধা হিসেবে তোমরা হয়ে উঠবে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকলের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস। সকলে মিলে আমাদের এই কর বিভাগকে জাতীয়ভাবে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করা সম্ভব হবে এবং এই বিভাগ আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে।

প্রিয় নবীন সহকর্মীবৃন্দ,
কর ক্যাডারের সদস্য হিসেবে অর্পিত দায়িত্বের পাশাপাশি বিসিএস ট্যাক্সেশন এসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবেও তোমাদের স্বাগত জানাই। তোমাদের করনীয় আছে অনেক কিছু। আমাদের প্রত্যাশা, তোমরা সকলেই এসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত হয়ে সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস, নম্রতা, শুদ্ধাচার ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাবে আগামীর পথে ।

৩০তম এএফসি ব্যাচের সকল প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের উত্তরোত্তর সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। **"অভিসৃতি"** স্মারকগ্রন্থ হোক ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তোমাদের অনুপ্রেরণার এক আলোকবর্তিকা।

(ব্যারিস্টার মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী)

সদস্য
(কর অডিট, ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইনভেস্টিগেশন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

প্রশিক্ষণ একটি রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতা, যেখানে একজন কর্মকর্তা দায়িত্ববোধ, পেশাগত সততা ও রাষ্ট্রসেবার চেতনায় নিজেকে প্রস্তুত করেন। বিসিএস (কর) একাডেমি আয়োজিত ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর ক্যাডারের ৪০তম, ৪১তম ও ৪৩তম ব্যাচের নবীন কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ সমাপ্তি উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস।

রাষ্ট্রের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কর প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্ব পালনে সময়োপযোগী নীতি, আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ, সৎ ও মানবিক জনবল অপরিহার্য। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নবীন কর্মকর্তাদের সেই প্রস্তুতির একটি কার্যকর ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি ভবিষ্যতে তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জনআস্থা অর্জনে সহায়ক হবে। স্মারক গ্রন্থটি প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতির পাশাপাশি তাঁদের পেশাগত জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আগামীর পথচলায় পেশাগত নিষ্ঠা, নৈতিক দৃঢ়তা ও জনকল্যাণের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার বজায় রাখাই হবে এই প্রশিক্ষণের প্রকৃত সার্থকতা। রাষ্ট্র ও জনগণের সেবায় তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও সুদৃঢ় করবে-এ প্রত্যাশাই করি।

(মোহাম্মদ মোস্তফা)

সদস্য
(কর আপীল ও অব্যাহতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

একটি প্রশিক্ষণ কোর্স কেবল পাঠ্যবই বা লেকচারের সমষ্টি নয়, বরং এটি একজন কর্মকর্তার পেশাগত সত্তা নির্মাণের আঁতুড়ঘর। বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪০তম, ৪১তম ও ৪৩তম এবং বিভাগীয় ব্যাচের নবীন কর্মকর্তারা দীর্ঘ ছয় মাসের কঠোর তপস্যা ও শৃঙ্খলার পর্ব সফলভাবে শেষ করে আজ নবউদ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। এই মাহেন্দ্রক্ষণকে এবং প্রশিক্ষণের বর্ণিল স্মৃতিকে ধরে রাখতে তাঁরা যে স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, তা সত্যিই এক নান্দনিক ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন আয়কর বিভাগ শুধু রাজস্ব আহরণের প্রতিষ্ঠান নয়; এটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার অন্যতম চালিকাশক্তি। কর সংগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এই দায়িত্ব কেবল প্রযুক্তিগত দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর গভীরে নিহিত থাকে সেবা, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার এক অবিচল প্রতিশ্রুতি।

আমি বিশ্বাস করি, এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আপনাদের ভেতর যে শৃঙ্খলার বীজ রোপণ করেছে, তা কর্মজীবনে মহীরুহে পরিণত হবে। আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হোক ন্যায়বিচারের পক্ষে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত হোক জনকল্যাণমুখী। আপনাদের হাত ধরেই রাজস্ব প্রশাসনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় হবে-এটাই আমার একান্ত বিশ্বাস।

আমি নবীন কর্মকর্তাগণের প্রতিভা, মনন ও নিষ্ঠার প্রতি আস্থা রাখি। তাঁদের কর্মদক্ষতা ও সততা রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং দেশের মানুষের জীবনে আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন। স্মারকগ্রন্থ **"অভিসৃতি"** ভবিষ্যতের পথে তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুক- এই কামনায়, প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

(সফিনা জাহান)

সদস্য
(কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিসিএস (কর) একাডেমির ছয় মাসব্যাপী ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪০তম, ৪১তম, ৪৩তম ও বিভাগীয় ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করেছেন- যা কেবল আপনাদের ব্যক্তিগত গৌরব নয়, বরং জাতীয় অগ্রযাত্রায় এক অনবদ্য সংযোজন।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও টেকসই সমৃদ্ধির পথে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পদ আহরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো আয়কর, যা কেবল রাজস্বের মূল স্রোতধারাই নয় বরং জনগণের জীবনে উন্নয়নের বীজ বপনকারী একটি শক্তিশালী উপাদান। আয়কর হলো সেই নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ হাত, যা রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল রাখে, সামাজিক ন্যায়বিচারকে দৃঢ় করে এবং উন্নয়নের আলোকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আজ এক নতুন রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে- যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আধুনিক প্রযুক্তি ও করদাতাবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি এক হয়ে গড়ে তুলছে একটি গতিশীল কর ব্যবস্থাপনা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনারা আয়কর আইন, হিসাববিজ্ঞান, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং বাস্তবভিত্তিক নানা বিষয়ের ওপর যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা আপনাদের পেশাগত জীবনের পথচলায় অমূল্য সহায় হয়ে থাকবে।

এই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করে, আন্তরিকতা, সততা ও দেশপ্রেমের মশাল হাতে আপনাদের পদচারণা আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেবে এক নতুন উচ্চতায়। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের হাত ধরেই গড়ে উঠবে একটি আত্মনির্ভর, উন্নয়নশীল ও জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ।

কর বিভাগের নবাগতদের প্রতি রইল অশেষ শুভকামনা। আপনাদের কর্মজীবন অর্জনে ও সম্মানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। দেশ ও দশের সেবায় আপনাদের ভূমিকা হোক অবিচল ও অনুকরণীয়।

(রাসেল চাকমা)

প্রেসিডেন্ট
ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইবুনাল

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে আয়োজিত ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৪০তম, ৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দের ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় ও গৌরবজনক অর্জন। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে আপনাদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও সর্বাঙ্গীণ শুভকামনা।

জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো একটি কার্যকর ও সুশাসিত রাজস্ব ব্যবস্থা। আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনসেবামূলক কার্যক্রম- সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে রাজস্ব আয়ের উপর। এ প্রেক্ষাপটে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায়, বিশেষত আয়করের ভূমিকা ক্রমেই অধিক গুরুত্ব লাভ করছে।

এই বাস্তবতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর প্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ আয়কর আইন, হিসাববিজ্ঞান, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবভিত্তিক নানা বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন, যা তাঁদের পেশাগত জীবনের জন্য একটি শক্ত ও টেকসই ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সৎ, দক্ষ ও জনবান্ধব কর প্রশাসক হিসেবে গড়ে তুলবে। আপনাদের নিষ্ঠা, মেধা ও দেশপ্রেম কর ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও কার্যকর করে তুলবে-এমন প্রত্যাশাই রাখি।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের পেশাগত জীবন হোক সাফল্যমণ্ডিত, সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল- এই কামনাই করি ।

(সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ)

মহাপরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজস্ব প্রশাসনের জন্য দক্ষ, সৎ ও দায়িত্বশীল মানবসম্পদ গড়ে তুলতে একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কর কর্মকর্তাদের পেশাগত উৎকর্ষ, নৈতিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতায় বিসিএস (কর) ক্যাডারের সহকারী কর কমিশনারগণের অংশগ্রহণে আয়োজিত ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এএফসি-৩০) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল সমাপ্তি নিঃসন্দেহে একাডেমির সক্ষমতা, প্রতিশ্রুতি ও সুনামের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

এই প্রশিক্ষণ কেবল পাঠ্যজ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি নবীন কর্মকর্তাদের চিন্তাভাবনা, পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও নেতৃত্বগুণকে পরিশীলিত করে একটি আধুনিক, জনমুখী ও দায়িত্বশীল কর প্রশাসনের জন্য প্রস্তুত করে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীরা আয়কর আইন, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, চাকরি-সংক্রান্ত বিধিবিধানসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। পাশাপাশি, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে IELTS প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কর কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ একজন কর্মকর্তার পেশাগত জীবনের একটি দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে, যা ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণার্থীরা ভবিষ্যতে রাজস্ব প্রশাসনের অগ্রভাগে থেকে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবেন।

এই স্মরণিকা বিসিএস (কর) একাডেমিতে অতিবাহিত মূল্যবান সময়ের এক অনন্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এটি কেবল স্মৃতির সংকলন নয়, বরং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি প্রেরণার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। বিসিএস (কর) ক্যাডারের সকল নবীন কর্মকর্তার সুস্বাস্থ্য, পেশাগত সাফল্য ও দেশসেবায় সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ)

পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমির দক্ষ ও সুপরিকল্পিত পরিচালনায় বিসিএস (কর) ক্যাডারভুক্ত নবীন সহকারী কর কমিশনারগণ ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ছয় মাসব্যাপী ৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল পরিসমাপ্তি নিঃসন্দেহে আনন্দের, গৌরবের ও আশাবাদের বিষয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এই দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ছিল জ্ঞানার্জন, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব বিকাশের এক অনন্য অভিযাত্রা। পেশাগত জীবনের সূচনালগ্নে অর্জিত এই অভিজ্ঞতা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপথকে করবে সুদৃঢ় ও আলোকিত।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্যে আয়কর একটি অন্যতম প্রধান ও প্রগতিশীল উৎস। আয়করের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, আয় বৈষম্য হ্রাস এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হয়। এটি কেবল সরকারের আর্থিক ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করে না; বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে টেকসই অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে দেশকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা, নৈতিকতা, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর প্রশাসন এবং করদাতা-বান্ধব সেবাপদ্ধতি সম্পর্কে গভীর ও ব্যবহারিক ধারণা অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিকশিত এই দক্ষতা ও পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতে কর প্রশাসনের রূপান্তর সাধন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁরা যথাযথভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন।

বিসিএস (কর) ক্যাডারের সকল নবীন কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা। তাঁদের পেশাগত জীবন হোক সাফল্যমণ্ডিত, সম্মানজনক ও দেশসেবায় নিবেদিত।

(রিগ্যান চন্দ্র দে)

সম্পাদকীয়

৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের দীর্ঘ ৬ মাস আমাদের কেবল পেশাগত দক্ষতাই দেয়নি, দিয়েছে এক নতুন জীবনদর্শন। কর প্রশাসনের জটিল মারপ্যাঁচে আইনি পাঠের পাশাপাশি আমরা চিনেছি দেশপ্রেমের প্রকৃত রূপ। রাজস্ব আহরণ যে শুধু একটি দাপ্তরিক প্রক্রিয়া নয়, বরং জনকল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় আস্থার এক মহান ব্রত-এই উপলব্ধিই আমাদের এই যাত্রার শ্রেষ্ঠ অর্জন।

শ্রেণিকক্ষের জ্ঞানতত্ত্ব কিংবা কর অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সিলেট-চট্টগ্রামের পাহাড়-সমুদ্র ঘেরা দাপ্তরিক কার্যক্রম কিংবা জাতীয় সংসদের আইনপ্রণয়ন অঙ্গন- প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের চিন্তাকে করেছে আরও সংহত ও বাস্তবমুখী। আইন আর বিধির শুষ্ক অক্ষরে আমরা যুক্ত করেছি মানবিকতা ও ন্যায়বোধের উত্তাপ।

বিসিএস (কর) একাডেমি প্রাঙ্গণে ৪০তম, ৪১তম, ৪৩তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সামষ্টিক স্মৃতি, মেধা ও মননের সংকলন **"অভিসৃতি"**। এ যেন লেন্সে মিলিত আলোকবিন্দুর মতো; যেখানে পঁচিশজন প্রশিক্ষণার্থী এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে আজ প্রশিক্ষণের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে স্ব-স্ব কর্মস্থলে। **"অভিসৃতি"** কেবল একটি প্রকাশনা নয়; বরং আমাদের অর্জিত শিক্ষা ও আগামীর অঙ্গীকারের এক জীবন্ত দলিল। সহপাঠীদের ভ্রাতৃত্ব আর শিক্ষকদের দিকনির্দেশনায় আমরা যে পথচলা শুরু করেছি, এই স্মরণিকা হবে সেই যাত্রার ধ্রুবতারা।

আশা করি, কর্মজীবনের শত ব্যস্ততায় **"অভিসৃতি"** আমাদের শেকড় ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করবে। স্মৃতিরা অমলিন থাক এই পাতায়, আর আমাদের কর্মস্পৃহা ছড়িয়ে পড়ুক টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায়। সময়ের স্রোতে আমরা বদলে গেলেও, দেশপ্রেমের ব্রত আর রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র গড়ার যে শপথ আমরা নিয়েছি- **"অভিসৃতি"** সেই চেতনাকে আমাদের হৃদয়ে চিরকাল অম্লান করে রাখবে।

(জয়ন্ত বসাক)
সহকারী কর কমিশনার
ও
সভাপতি, স্যুভেনির কমিটি
৩০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি

বিসিএস (কর) একাডেমির অনুষদবৃন্দ

মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ
মহাপরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

রিগ্যান চন্দ্র দে
পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

খন্দকার মোঃ হাসানুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিসিএস (কর) একাডেমি

মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়া
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বিসিএস (কর) একাডেমি

এস এম আশিকুর রহমান
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

স্নিগ্ধ জ্যোতি আহমেদ
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

সানজানা সালসাবিল মম
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

শারজিয়া শারমিন
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

মোঃ আসিফ মাহমুদ
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

মোঃ আব্দুল আহাদ
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

ইসরাত পারভীন
সহকারী প্রোগ্রামার
বিসিএস (কর) একাডেমি

কোর্স ম্যানেজমেন্ট টিম (এএফসি-৩০)

মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ, মহাপরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	সম্মানিত কোর্স উপদেষ্টা
রিগ্যান চন্দ্র দে, পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	কোর্স পরিচালক
এস এম আশিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	কোর্স সমন্বয়ক
স্নিগ্ধ জ্যোতি আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	সহকারী কোর্স সমন্বয়ক

নেপথ্যের কান্ডারীরা

স্যুভেনির কমিটি

সভাপতি : জয়ন্ত বসাক

সদস্য : ফারজানা আক্তার, মোঃ আতিকুর রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম
শরীফুল ইসলাম, প্রসেনজিৎ কর্মকার

প্রথম মেস কমিটি

সভাপতি : এস এম ফায়জুল বারী রাতুল
সদস্য : সুমাইয়া ফেরদৌস, মোঃ শরীফ মিয়া, মোঃ নুরুল ইসলাম, শীশ বিন বাহাউদ্দিন

দ্বিতীয় মেস কমিটি

সভাপতি : মোঃ আতিকুর রহমান
সদস্য : জয়ন্ত বসাক, পূর্ণিতা রানী রায়, উম্মে আয়মন অরিন

তৃতীয় মেস কমিটি

সভাপতি : মোছাঃ ফাতেমা তুজ্জোহরা
সদস্য : শরীফুল ইসলাম, দীপংকর চৌধুরী, জোবায়েদ হোসেন

চতুর্থ মেস কমিটি

সভাপতি : জুলফিকার হাবিব খান
সদস্য : ফারজানা আক্তার, মোহাম্মদ রকিবুল হাসান, আসিফ ইকবাল

পঞ্চম মেস কমিটি

সভাপতি : মোঃ নাজমুস সাকিব
সদস্য : কাজী আছলাম হোসেন, দোলন আক্তার, মোঃ মোমেন সরকার

ষষ্ঠ মেস কমিটি

সভাপতি : মনির আহমদ
সদস্য : সৈয়দা মাহফুজা, শুভ বড়ুয়া, প্রসেনজিৎ কর্মকার

ট্যুর কমিটি

সভাপতি : মোহাম্মদ রকিবুল হাসান
সদস্য : মোঃ নাজমুস সাকিব, মোঃ আতিকুর রহমান, জুলফিকার হাবিব খান
উম্মে আয়মন অরিন, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ মোমেন সরকার

স্পোর্টস কমিটি

সভাপতি : মোঃ শরীফ মিয়া
সদস্য : মোঃ নাজমুস সাকিব, কাজী আছলাম হোসেন, পূর্ণিতা রানী রায়
শীশ বিন বাহাউদ্দিন, আসিফ ইকবাল, শরিফুল ইসলাম

সাংস্কৃতিক কমিটি

সভাপতি : পূর্ণিতা রানী রায়
সদস্য : ফারজানা আক্তার, মোহাম্মদ রকিবুল হাসান, জয়ন্ত বসাক
দীপংকর চৌধুরী, আসিফ ইকবাল, দোলন আক্তার

অডিট কমিটি

সভাপতি : দোলন আক্তার
সদস্য : ফারজানা আক্তার, কাজী আছলাম হোসেন, জুলফিকার হাবিব খান
আসিফ ইকবাল, শুভ বড়ুয়া

আইটি কমিটি

সদস্য : মোঃ ওয়াসিম খান, জুলফিকার হাবিব খান, শীশ বিন বাহাউদ্দিন

ক্লাস মনিটরবৃন্দ

সদস্য : সুমাইয়া ফেরদৌস, কাজী আছলাম হোসেন, ফারজানা আক্তার
মো. নুরুল ইসলাম, উম্মে আয়মন অরিন, শীশ বিন বাহাউদ্দিন

জ্ঞানাঙ্কুর

AFC Roll : 01

সুমাইয়া ফেরদৌস

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 40

Blood Group : A+

+88 01744-420988

sumaiyaferdous12@gmail.com

জেলা	:	মৌলভীবাজার
জন্ম তারিখ	:	০৯ সেপ্টেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	English, Shahjalal University of Science and Technology
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	English, Shahjalal University of Science and Technology
প্রথম পদায়ন	:	Taxes Zone-Mymensingh
বর্তমান কর্মস্থল	:	Taxes Zone 21, Dhaka
প্রিয় শখ	:	Travelling
প্রিয় উক্তি	:	Drink your life to the lees
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	Arrival of my son into this world
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	Chittagong tour
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	Satisfactory
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	Accounting

AFC Roll : 02

মোহাম্মদ রকিবুল হাসান

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : B+

+88 01645-017170

rakibulhasan1027@gmail.com

জেলা	:	চট্টগ্রাম
জন্ম তারিখ	:	২৭ অক্টোবর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Mechanical Engineering, AUST
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	প্রযোজ্য নয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-সিলেট
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-০২, ঢাকা
প্রিয় শখ	:	মুভি/সিরিজ দেখা, বই পড়া
প্রিয় উক্তি	:	life is a journey, not is a destination
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	ছোটবেলায় বাবার সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	পিটি না হওয়া প্রতিটি সকাল
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	প্রাপ্তিই বেশি। প্রত্যাশা ছিল কম।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	সম্ভবত পাবলিক ফাইনান্স

AFC Roll : 03

মোঃ নাজমুস সাকিব

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : O+

+88 01723-142129

sakib41tax@gmail.com

জেলা	:	রংপুর
জন্ম তারিখ	:	১২ নভেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	বি এস সি কৃষি অর্থনীতি (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	বি এস সি কৃষি অর্থনীতি (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-সিলেট
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-সিলেট
প্রিয় শখ	:	খেলাধুলা
প্রিয় উক্তি	:	তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	আমার মেয়েকে প্রথম কোলে নেয়া
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	একাউন্টিং এ ব্যালেন্স সীট এর দুই পাশ মেলানো
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	একটি সুন্দর গুছানো একাডেমী যেখানে মাঠ থাকবে।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	একাউন্টিং

AFC Roll : 04

ফারজানা আক্তার

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : A+

+88 01533-120514

farjanaaktercu01@gmail.com

জেলা	:	বরিশাল
জন্ম তারিখ	:	০৭ অক্টোবর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-০৪, চট্টগ্রাম
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-০৬ চট্টগ্রাম
প্রিয় শখ	:	কবিতা আবৃত্তি, গান গাওয়া,বই পড়া।
প্রিয় উক্তি	:	Do silently, your work will make noise
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বাবার সাথে কাটানো মূহুর্ত গুলো।
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	প্রতিটি কালচারাল প্রোগ্রামের আগের দিনগুলোতে সবাই মিলে একসাথে পারফরম্যান্স করে আনন্দ করা যেখানে বাচ্চারাও উপস্থিত থাকতো।
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	সুস্বাস্থ্য সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশী
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন ২০২৩

AFC Roll : 05

জয়ন্ত বসাক

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : O+

+88 01680-988365

joyontovi33@gmail.com

জেলা	:	টাঙ্গাইল
জন্ম তারিখ	:	১৪ জুলাই
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	English, Jahangirnagar University
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Applied Linguistics & ELT, Jahangirnagar University
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-০১, চট্টগ্রাম
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-০১, চট্টগ্রাম
প্রিয় শখ	:	দৌঁড়ানো, লেখালেখি, গান শোনা
প্রিয় উক্তি	:	"আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে, তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।" - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	প্রথমবার বিসিএস ক্যাডার অফিসার হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্ত
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	যেদিন আমার vote of thanks শুনে আমার চাকুরিজীবনের আইকন প্রথমবার আমার পরিচয় জানতে চাইলেন
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও এটাকে বজায় রাখা
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	Public Finance

AFC Roll : 06

পূর্ণিতা রানী রায়

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : B+

+88 01754-571149

purnitaroy.it.41@gmail.com

জেলা	:	খুলনা
জন্ম তারিখ	:	০৩ ফেব্রুয়ারি
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইংরেজি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইংরেজি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	চট্টগ্রাম
বর্তমান কর্মস্থল	:	চট্টগ্রাম
প্রিয় শখ	:	নতুন কিছু শেখা, গান শোনা, ছবি আঁকা
প্রিয় উক্তি	:	সরলতাই শুদ্ধতা
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	অর্ধউন্মিলীত নয়নে প্রথম সন্তানের মুখ দর্শন
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সিলেট ভ্রমণ
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	কোন প্রত্যাশা নেই, সকল আশাই পূর্ণ, কারন সন্তুষ্টিতে সুখ খুঁজে নিয়েছি।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	যে সব বিষয়ে নতুন কিছু শিখেছি, জেনেছি।

AFC Roll : 07

মোঃ শরীফ মিয়া

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : B+

+88 01309-268209

sharifmafi@gmail.com

জেলা	:	ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ	:	০৮ জানুয়ারি
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	উদ্ভিদবিজ্ঞান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	উদ্ভিদবিজ্ঞান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	সার্কেল-১০, সাঁথিয়া, পাবনা, কর অঞ্চল রাজশাহী
বর্তমান কর্মস্থল	:	সদর দপ্তর লিগ্যাল, কর অঞ্চল রাজশাহী
প্রিয় শখ	:	ভ্রমন
প্রিয় উক্তি	:	আল্লাহ তাওবাকারীকে পছন্দ করেন
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	যখন দেশের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়াতে যাওয়ার সুযোগ পাই
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সিলেট ট্যুর
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	কিছু ভালো সান্নিধ্য পাওয়া, ভালোভাবে আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি রপ্ত করে মাঠ পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন, ২০২৩

AFC Roll : 08

মোঃ আতিকুর রহমান

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : O+

+88 01738-283638

atikurrahman.41taxation@gmail.com

জেলা	:	কিশোরগঞ্জ
জন্ম তারিখ	:	১২ সেপ্টেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	প্রযোজ্য নয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-০৩, চট্টগ্রাম
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-০৩, চট্টগ্রাম
প্রিয় শখ	:	আড্ডা দেওয়া , বই পড়া ,ভ্রমণ করা।
প্রিয় উক্তি	:	অনেক উক্তিই জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দিবে। আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	জীবন অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্তের সমষ্টি , বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া, বিসিএস ক্যাডার হওয়া, বিয়ে করা এইরকম সব মুহূর্তই স্মরণীয় মুহূর্ত।
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	চট্টগ্রাম ও সিলেটে ভ্রমণের দিনগুলো ।
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	আলহামদুলিল্লাহ্ অসংখ্য সব প্রাপ্তির জন্য। সুস্থভাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে পরিবার ও প্রিয়জনদের নিয়ে বেঁচে থাকা এটাই প্রত্যাশা। ।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	যখন কোনো ভালো বক্তা বা শিক্ষক ক্লাস নেয় এবং আমার জানার আগ্রহ পূরণ করে, তখন সেটিই প্রিয় বিষয় হয়ে উঠে।

AFC Roll : 09

জুলফিকার হাবিব খান

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : A+

+88 01521-490862

zhkhan93@gmail.com

জেলা	:	বগুড়া
জন্ম তারিখ	:	২৬ নভেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়্যারিং, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	এমবিএ, আইবিএ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
প্রিয় শখ	:	বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় উক্তি	:	"আমাদের সময়ে....."
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বিবাহ
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	স্পোর্টস রুমে কাটানো মুহূর্তগুলো
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	কে হায় সব পায় এই বিষন্ন নেক্রোপলিসে
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	টাইপিং

AFC Roll : 10

মোছাঃ ফাতেমা তুজ্জোহরা

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : O+

+88 01789-132585

shovabau3@gmail.com

জেলা	:	পাবনা
জন্ম তারিখ	:	২৩ নভেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Agriculture, Bangladesh Agricultural University
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Genetics and Plant Breeding, Bangladesh Agricultural University
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-রাজশাহী
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-২০
প্রিয় শখ	:	গাছ লাগানো
প্রিয় উক্তি	:	Nothing is permanent
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সন্তানের জন্মগ্রহণ
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সিলেট ভ্রমণ
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	ভালো
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন-২০২৩

AFC Roll : 11

কাজী আছলাম হোসেন

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 41

Blood Group : AB+

+88 01611-168474

aslamfnbju@gmail.com

জেলা	:	লক্ষ্মীপুর
জন্ম তারিখ	:	০৭ জুলাই
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Finance and Banking, Jahangirnagar University
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Finance and Banking, Jahangirnagar University
প্রথম পদায়ন	:	Taxes Zone Rangpur
বর্তমান কর্মস্থল	:	Taxes Zone Rangpur
প্রিয় শখ	:	অজানাকে জানা
প্রিয় উক্তি	:	"মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায় কারণে-অকারণে বদলায়"
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সোনার চর ভ্রমণ
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	স্টাডি ভিজিট চট্টগ্রাম
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	সফলভাবে শেষ করা
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন, ২০২৩

AFC Roll : 12

মনির আহমদ

সহকারী কর কমিশনার

Batch :

Blood Group : AB+

+88 01819-924863

monirtzc@gmail.com

জেলা	:	কুমিল্লা
জন্ম তারিখ	:	২৫ সেপ্টেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Bsc, National university
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	M.A, English, IBAIS University
প্রথম পদায়ন	:	Dct Circle 20, Luxmipur, Taxes Zone, Cumilla
বর্তমান কর্মস্থল	:	Dct Circle 05, Brahmanbaria, Taxes Zone, Cumilla
প্রিয় শখ	:	Watching Cricket
প্রিয় উক্তি	:	Know thyself
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	রাস্তায় রিকশা চালকের স্ট্রোক করে মারা যাওয়া
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	শেষ মেসনাইট
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন, ২০২৩

AFC Roll : 13

উম্মে আয়মন অরিন

সহকারী কর কমিশনার

Batch :

Blood Group : B+

+88 01832-355494

ummaaurin2017@gmail.com

জেলা	:	চট্টগ্রাম
জন্ম তারিখ	:	৩০ ডিসেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	English, National University
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	English, National University
প্রথম পদায়ন	:	Taxes Zone-02, Chattogram
বর্তমান কর্মস্থল	:	Taxes Zone-01, Chattogram
প্রিয় শখ	:	Travelling
প্রিয় উক্তি	:	আমরা সবাই পাপী; আপন পাপের বাটখারা দিয়ে; অন্যের পাপ মাপি
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	কাবাঘর স্বচক্ষে দেখা
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সিলেট ভ্রমণ
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	প্রাপ্তি: শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ চাপের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা নেটওয়ার্কিং; প্রত্যাশা: এ ট্রেনিং আমার ব্যক্তিত্ব গঠন, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ উন্নত করবে এবং নিয়মিত অফিসের কাজে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে সৎভাবে দেশ ও জনগণের সেবা করা।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	হিসাববিজ্ঞান

AFC Roll : 14

মো. নুরুল ইসলাম

সহকারী কর কমিশনার

Batch :

Blood Group : O-

+88 01717-171831

nurulislam348@gmail.com

জেলা	:	ঝালকাঠি
জন্ম তারিখ	:	০৮ ডিসেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	পরিসংখ্যান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	পরিসংখ্যান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-বরিশাল
প্রিয় শখ	:	নতুন কিছু জানা/শেখা
প্রিয় উক্তি	:	Self help is the best help
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	পরিবারের সাথে কাটানো সময়
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	IELTS এর Speaking Test
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	জীবন নিয়ে ১০০% সন্তুষ্ট, আলহামদুলিল্লাহ।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	Public Finance

AFC Roll : 15

শরীফুল ইসলাম

সহকারী কর কমিশনার

Batch :

Blood Group : B-

+88 01813-056850

shariful.islam.tax@gmail.com

জেলা	:	নরসিংদী
জন্ম তারিখ	:	২৫ ফেব্রুয়ারি
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ভূগোল ও পরিবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ভূগোল ও পরিবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল কুমিল্লা
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল গাজীপুর
প্রিয় শখ	:	বই পড়া, ভ্রমণ করা, জীবনের গভীরতা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা।
প্রিয় উক্তি	:	Inhale Deeply, Exhale Sloooly (Slowly)
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	ভালো: ভ্রমণের মূহুর্তগুলো; খারাপ: বাবা ও মায়ের মৃত্যুর দিন।
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	ট্রেনিং এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান।
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	এক ঝাঁক সাদামনের মেলবন্ধন, আজীবন যাদের রাখবো স্মরণ।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন।

AFC Roll : 16

দীপংকর চৌধুরী

সহকারী কর কমিশনার

Batch :

Blood Group : B+

+88 01825-003027

depangkarchy@gmail.com

জেলা	:	চট্টগ্রাম
জন্ম তারিখ	:	৩১ মে
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইংরেজি সাহিত্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইংরেজি সাহিত্য,জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
প্রিয় শখ	:	সাঁতার কাটা
প্রিয় উক্তি	:	He prayeth best who loveth best, all things both great and small.
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	প্রথম সন্তানের পিতা হওয়ার মূহুর্ত
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সংসদ ভবন ভ্রমন
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	ভালো মানুষ হওয়া
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	Accounting

AFC Roll : 17

সৈয়দা মাহফুজা

সহকারী কর কমিশনার

Batch :

Blood Group : A+

+88 01724-535980

syedamahfuza2@gmail.com

জেলা	:	খুলনা
জন্ম তারিখ	:	১৪ আগস্ট
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	BSS
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	সমাজবিজ্ঞান
প্রথম পদায়ন	:	কর আপিল অঞ্চল, খুলনা
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল, খুলনা
প্রিয় শখ	:	বই পড়া, বাগান করা
প্রিয় উক্তি	:	Age is just a number.
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	প্রথমবার মা হওয়ার অনুভূতি
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সিলেট ভ্রমণ
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	সহপাঠীদের সাথে পরিচিত হওয়া, সুস্থতার সাথে কর্মজীবন শেষ করা
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন, ২০২৩

AFC Roll : 18

দোলন আক্তার

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : O+

+88 01835-502965

dolondu.fin@gmail.com

জেলা	:	কক্সবাজার
জন্ম তারিখ	:	২৭ সেপ্টেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Finance, University of Dhaka
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Finance, University of Dhaka
প্রথম পদায়ন	:	Taxes Zone-02, Dhaka
বর্তমান কর্মস্থল	:	Taxes Zone-02, Dhaka
প্রিয় শখ	:	Listening Music
প্রিয় উক্তি	:	Sky is the Limit
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	Carrying my daughter for the first time
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	Cultural Program
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	Successful Completion of the Training
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	Income Tax Act

AFC Roll : 19

এস এম ফায়জুল বারী রাতুল

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : B+

+88 01521-710482

fayjulbariratul@gmail.com

জেলা	:	খুলনা
জন্ম তারিখ	:	৩০ নভেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	সার্কেল-৪৮, কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
প্রিয় শখ	:	বই, মুভি ও ট্যুর
প্রিয় উক্তি	:	Inhale deeply, exhale slowly
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বাবা হওয়া।
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	সিলেট ভ্রমণ
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	একাডেমির প্রশিক্ষণে সহকর্মীদের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কই ছিল সবচেয়ে বড় অর্জন; এই বন্ধন ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে এটাই প্রত্যাশা।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	বনলতা সেন

AFC Roll : 20

মোঃ মোমেন সরকার

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : A+

+88 01911-173528

momensarker247@gmail.com

জেলা	:	ঢাকা
জন্ম তারিখ	:	১২ ডিসেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	পরিসংখ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	পরিসংখ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-রাজশাহী
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-রাজশাহী
প্রিয় শখ	:	ভ্রমণ করা
প্রিয় উক্তি	:	তুমি যা কিছু খরচ করো, সময়ই তার মধ্যে সবচেয়ে দামী।
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিন
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	পুরো ৬ মাস
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	আমরা যা পেয়েছি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যা পাইনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা পাবে, এটাই প্রত্যাশা।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	পাবলিক ফাইন্যান্স

AFC Roll : 21

আসিফ ইকবাল

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : O+

+88 01759-403281

asifntr929@gmail.com

জেলা	:	নাটোর
জন্ম তারিখ	:	০৩ সেপ্টেম্বর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইংরেজি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ইংরেজি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-বগুড়া
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-বগুড়া
প্রিয় শখ	:	বই পড়া, মুভি দেখা
প্রিয় উক্তি	:	The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep.
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বাবা হিসেবে প্রথমবারের মত সন্তান কে কোলে নেয়ার মুহূর্ত।
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	চট্টগ্রাম ও সিলেট ট্যুর।
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	আন্তঃ ব্যাচ যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা থেকে যাক সারাজীবন।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	অফিসার হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য বিসিএস কর একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত সকল বিষয়।

AFC Roll : 22

জোবায়েদ হোসেন

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : B+

+88 01711-742631

jobaeadhossain.nbr@gmail.com

জেলা	:	নোয়াখালী
জন্ম তারিখ	:	২৩ অক্টোবর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	উদ্ভিদবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	উদ্ভিদবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-কুমিল্লা
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-২৩ এ যোগদানের আদেশাধীন
প্রিয় শখ	:	বই বিশেষত কবিতার বই পড়া
প্রিয় উক্তি	:	life is not a science and doesn't follow a set of formula
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাওয়ার পর আম্মু যখন চিৎকার দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	চিটাগং ট্যুরে গিয়ে গোলকিপিং করা
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	অসাধারণ কিছু মানুষের সাথে সময় কাটানো, অর্জিত জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ করে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আয়কর আইন, ২০২৩

AFC Roll : 23

শীশ বিন বাহাউদ্দিন

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : B+

+88 01708-881495

shish1525@cseku.ac.bd

জেলা	:	কুষ্টিয়া
জন্ম তারিখ	:	২০ জানুয়ারি
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	Computer Science & Engineering (Khulna University)
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	প্রযোজ্য নয়
প্রথম পদায়ন	:	Taxes Zone Khulna
বর্তমান কর্মস্থল	:	Taxes Zone Khulna
প্রিয় শখ	:	Playing Cricket
প্রিয় উক্তি	:	One who takes charge is an Officer
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	জীবনে প্রথমবার বাবা হওয়ার মুহূর্ত
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	কাস্টমস একাডেমির পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবন্ত আসিফ ইকবাল ভাইকে উদ্ধার করা।
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	অসাধারণ কিছু মানুষের সাথে পরিচিতি
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	পার্থেসিয়া

AFC Roll : 24

শুভ বড়ুয়া

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : B+

+88 01843-225303

shuva.taxation@gmail.com

জেলা	:	চট্টগ্রাম
জন্ম তারিখ	:	১০ অক্টোবর
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	ডিভিএম, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	প্রযোজ্য নয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-বরিশাল
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-বরিশাল
প্রিয় শখ	:	বই পড়া
প্রিয় উক্তি	:	আপনা মাংসে হরিণা বৈরী -কবি ভুসুকুপা
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	প্রতিটি দিনই স্মরণীয়
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বিশেষভাবে বলার কিছু নেই
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	আগামী দিনগুলো যাতে সুন্দর হয় এটাই প্রত্যাশা।
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	IELTS

AFC Roll : 25

প্রসেনজিৎ কর্মকার

সহকারী কর কমিশনার

Batch : 43

Blood Group : B+

+88 01673-374917

prosenjit.taxation43@gmail.com

জেলা	:	নেত্রকোনা
জন্ম তারিখ	:	২৭ আগস্ট
স্নাতক বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর বিষয় ও প্রতিষ্ঠান	:	মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম পদায়ন	:	কর অঞ্চল-বরিশাল
বর্তমান কর্মস্থল	:	কর অঞ্চল-ফরিদপুর এ বদলী আদেশাধীন
প্রিয় শখ	:	ভ্রমণ করা
প্রিয় উক্তি	:	The purpose of our lives is to be happy -Dalai Lama
জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত	:	বিসিএস ৪৩-এ কর ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত
এএফসি'র স্মরণীয় মুহূর্ত	:	প্রতিটি দিনই
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	:	অনন্য অসাধারণ কিছু ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসা, বিসিএস (কর) একাডেমি থেকে অর্জিত জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ করা
এএফসি-তে পঠিত প্রিয় বিষয়	:	আইকর আইন ২০২৩

মনন ও মুকুর

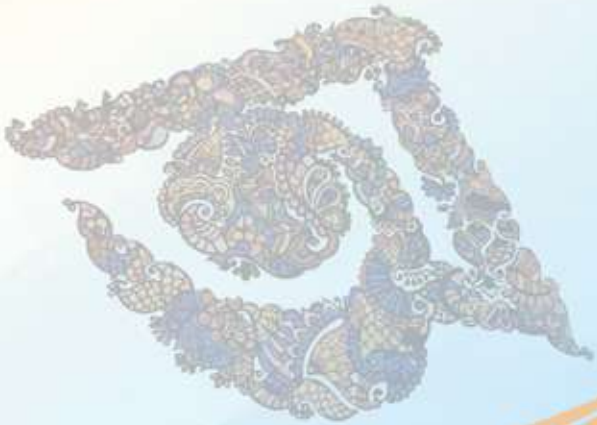

মাতৃত্ব, সংগ্রাম ও আত্মগঠনের ছয় মাস

সুমাইয়া ফেরদৌস
সহকারী কর কমিশনার (৪০তম ব্যাচ)

বিসিএস ট্যাক্স একাডেমির প্রশান্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আজ ফিরে তাকাই সেই প্রথম দিনের দিকে- যেদিন শুরু হয়েছিল আমার জীবনের এক অনন্য অধ্যায়।
ছয় মাসের ফাউন্ডেশন কোর্স-
ছয় মাসের শেখা,
ছয় মাসের আত্মসংযম,
আর ছয় মাসের নারী হয়ে দৃঢ় হয়ে ওঠার গল্প।
এই সময়টি ছিল কেবল একটি প্রশিক্ষণকাল নয়- এ ছিল নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার এক নীরব সাধনা।

সম্মিলিত যাত্রা
আমি ছিলাম বিসিএস ৪০তম ব্যাচের একমাত্র প্রতিনিধি। চারপাশে ৪১তম, ৪৩তম ব্যাচ এবং বিভাগীয় সহকর্মীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ছিল। একলা একটি পরিচয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। শুরুর দিনগুলোতে সেই একাকিত্ব আমাকে নীরবে ছুঁয়ে যেত; মনে হতো- আমি যেন একটি আলাদা রেখায় হাঁটছি।

কিন্তু সময় বড় শিক্ষক। ধীরে ধীরে ক্লাসরুমের বেঞ্চ, গ্রুপ ওয়ার্কের টেবিল, করিডোরের পদচারণা আর চা-বিরতির ছোট ছোট আড্ডায় ভেঙে গেল দূরত্বের দেয়াল। অচেনা মুখগুলো হয়ে উঠল পরিচিত, পরিচিতরা হয়ে গেল আপন, আর সহকর্মীরা হয়ে উঠল সহযোদ্ধা। একলা শুরু হলেও পথচলাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল সম্মিলিত।

শেখা, দক্ষতা ও আত্মগঠন
এই প্রশিক্ষণ ছিল কেবল পাঠ্যসূচির অনুশীলন নয়- এ ছিল আত্মগঠনের এক গভীর প্রক্রিয়া। প্রতিটি লেকচার আমাকে শিখিয়েছে দায়িত্ববোধ, প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট শিখিয়েছে অধ্যবসায়, আর প্রতিটি প্রেজেন্টেশন শিখিয়েছে আত্মবিশ্বাসের ভাষা।

এখানে অর্জিত জ্ঞান ও স্কিল শুধু পেশাগত জীবনের জন্য নয়- ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তেও আলো ফেলেছে। দলগত কাজ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সময়ানুবর্তিতা ও পেশাগত শৃঙ্খলার মূল্যবোধ এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আরও দৃঢ় হয়েছে ।

মাতৃত্ব ও দায়িত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
এই যাত্রার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অধ্যায় ছিল- নয় মাস বয়সী সন্তানকে নিয়ে এই অভেদ্য ট্রেনিং রুটিন সামলানো। আজ যার বয়স চৌদ্দ মাস, তার ছোট ছোট হাসির মাঝেই লুকিয়ে ছিল আমার শক্তি। একদিকে একজন মায়ের দায়িত্ব- সন্তানের যত্ন, তার কান্না, তার হাসি। অন্যদিকে একজন কর্মকর্তা হওয়ার প্রস্তুতি- ক্লাস, পরীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্ট, সময়ের কঠোর শৃঙ্খলা। এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা ছিল প্রতিদিনের সংগ্রাম। অনেক ভোর শুরু হয়েছে শিশুর কান্নায়, অনেক রাত শেষ হয়েছে পড়ার

টেবিলে বসে। কখনো ক্লান্ত শরীর, কখনো অবসন্ন মন- তবু থামিনি। কারণ জানতাম- এই সংগ্রাম একদিন হয়ে উঠবে গর্বের গল্প।

নারী হিসেবে দৃঢ় হয়ে ওঠা

এই ছয় মাস আমাকে শিখিয়েছে- নারী মানেই শুধু কোমলতা নয়। নারী মানেই সহনশীলতা, দৃঢ়তা আর নীরব সাহস। নারীর পথচলা কখনো সরলরেখায় চলে না।

এ পথে থাকে দায়িত্বের পাহাড়, থাকে আবেগের ঢেউ, থাকে সমাজের নীরব প্রত্যাশা। তবু নারী এগিয়ে চলে; কারণ তার ভেতর জন্ম নেয় নতুন দিনের সাহস। এই সময় আমাকে বুঝিয়েছে, কীভাবে সীমাবদ্ধতার মাঝেও স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং কীভাবে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিজের পরিচয়ও নির্মাণ করতে হয়। আমি উপলব্ধি করেছি- একজন মা হওয়া আর একজন কর্মকর্তা হয়ে ওঠা একে অপরের বিরোধী নয়; বরং এই দুই পরিচয়ের মিলনেই জন্ম নেয় আরও পরিপূর্ণ এক সত্তা।

স্মৃতি, কৃতজ্ঞতা ও প্রাপ্তি

আজ ফিরে তাকালে দেখি- এই ছয় মাস আমার জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যেখানে ছিল শেখা, ছিল বন্ধুত্ব, ছিল আত্মসংযম, ছিল আত্মবিশ্বাস- আর ছিল একজন মা হয়ে একজন কর্মকর্তা হয়ে ওঠার গল্প। কৃতজ্ঞ বিসিএস ট্যাক্স একাডেমির প্রতি-এমন একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ, মানবিক ও সমৃদ্ধ শেখার পরিবেশ তৈরির জন্য। কৃতজ্ঞ আমার সব জুনিয়র সহকর্মীর প্রতি ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহযাত্রার জন্য। আপনাদের আন্তরিকতা না থাকলে এই যাত্রা এতটা সুন্দর হতো না। সীমাবদ্ধতাই শক্তির জন্ম দেয়। দায়িত্ব আর স্বপ্ন একসাথে বহন করতে শেখায় সত্যিকারের সাহসী নারীর পরিচয়।

এই ছয় মাস রয়ে যাবে হৃদয়ের পাতায় চিরসবুজ স্মৃতি হয়ে। কারণ কিছু সময় শুধু সময় হয়ে থাকে না- তা হয়ে ওঠে জীবনের ভিত্তি। আর এই ছয় মাস ছিল ঠিক তেমনই একটি সময়।

বিজয় কেতন

মোঃ শরীফ মিয়া
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

দুর্গ জয়ের নেশায় মত্ত কেতনধারী সৈন্যদল,
ঘোটক-পদে মর্ত কাঁপে, দৃশ্যে বীরের বাহুবল।

দুঃশাসনের টুঁটি চেপে বন্দী করে শিকলে,
অত্যাচারের ফটক ভেঙে হাঁকছে যে বীর সবলে।

হুতাশনের নীলাভ শিখায় অরির লোচন পীড়নে,
ধুঁকে ধুঁকে ছুটে চলে চোরাবালির মরণে।

যুগান্তরের আবর্তনে সইছে মানব-যন্ত্রণা,
বীরের দৃঢ় ধ্বংসপথে নরপশুর মন্ত্রণা।

বুকে বিঁধে তীরের ফলা, মুখে গীত জয়গান;
জীবন যেন অসার গমন, নেই তো কোনো পিছুটান।

অসির আঘাত বর্ষে তাদের সদা উচ্চ মস্তকে,
এক হস্তে তার শত্রুগ্রীবা, অন্য হস্ত কেতনে।

ধূসর মরুর ধুলোর মতো যায় সে বেগে এগিয়ে,
রিপু হৃদয় কেঁপে ওঠে ঘর্মমাখা শরীরে।

দুর্গ জয়ের স্বপ্ন বীরের, দেশ হতে দেশ-দেশান্তর;
রক্তস্রোতে ভাসছে যুগের অনাচারের বৃত্তায়ন।

ছোট লেখনী

মোঃ শরীফ মিয়া
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

কমলাকৃতি মেদিনীর উচ্চাসনে উপবিষ্ট জনৈকা সমাজ হিতৈষীর গরলপূর্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত কিশোরের কর্ণকূহরে প্রকৃতিবিরুদ্ধ নিদর্শন পরম আরাধ্য নহে বরং হিতকারীর সুমধুর ভাষ্যে নওজোয়ানের হৃদয়ের বিগলনই মনোহর সমাজ সৃজনে এবং সুদৃশ্য মনোজগত নির্মাণে অনিবর্চনীয় ভূমিকা স্থাপন করিবে নতুবা শ্রীসম্পন্ন ও সভ্য জাতি বিনির্মাণে পশ্চাৎপদতা বৈ কিছু উপার্জন সম্ভবপর নহে যেথায় মানবসকলের কল্পনাজগত ও মনোবিফলনের বৈরিতা জীবিত সত্তাগুলোকে নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত করিতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করিবে না বলিয়া প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা বারংবার হরেক উপায়ে সুনিপুণভাবে মনুজ মনে উন্মেষ ঘটাইয়াও কোনরুপ সুরাহা না পাইয়া নিশ্চুপ থাকিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই কিন্তু আসন্ন দিনগুলোতে ইহার নিকৃষ্ট প্রভঞ্জন লোকালয়গুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে কার্পণ্য করিবে না।

সিলেটের স্পেশাল ভাড়া ও আমাদের অঙ্কজ্ঞান

এস এম ফায়জুল বারী রাতুল
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম ব্যাচ)

বিসিএস কর একাডেমির সৌজন্যে আমরা গিয়েছিলাম সিলেট ট্যুরে। সিলেটে পৌঁছে সবাই উঠলাম বিআরডিটিআই-এ। ভ্রমণের ক্লান্তি তখনও পুরোপুরি কাটেনি, তার মধ্যেই প্রথম দিনেই আমার ভেতরের পর্যটক সত্তা জেগে উঠল। মোমেন ভাই আর আসিফ ভাই-এই দুই আপন রুমমেটদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সিলেট শহর দর্শনে।

শুরুটা করলাম শাহ পরান (রহ.)-এর মাজার দিয়ে। আত্মিক প্রশান্তি নেওয়ার পর মনে হলো, এবার শাহ জালাল (রহ.)-এর মাজারে যাওয়া যাক।

একজন রিক্সাওয়ালা মামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম,
"মামা, টিলাগড় যাব। ভাড়া কত?"

মামা খুব নির্ভার কণ্ঠে বললেন, "পার হেড ২০ টাকা।"

আমরা তিনজনেই মনে মনে হিসাব কষলাম- ৮২০x৩ = ৬০৮।
কিন্তু মামা হাসিমুখে সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করলেন, "তিনজনের ভাড়া ৭০ টাকা দিবেন"।

আমরা বললাম "এ কেমন হিসাব"?
মামা বললেন, "হিসাব বরাবর।"

'হিসাব বরাবর' শব্দটা শুনে আমরা তিনজনই একে অপরের দিকে তাকালাম। বিসিএস কর ক্যাডারের ট্রেইনি হয়েও এই অঙ্কটা আমাদের মাথায় ঢুকল না। তবে তর্কে না গিয়ে ভাবলাম হয়তো সিলেটে যোগ-বিয়োগের নিয়ম একটু আলাদা।

টিলাগড়ে পৌঁছে পরের গন্তব্য আম্বরখানা। এবার সিএনজি। ভাড়া জিজ্ঞেস করতেই মামা বললেন, "যাওয়ার সময় পার হেড ২০ টাকা, আসার সময় ১৫ টাকা।"

এবার আমরা সত্যিই অবাক। যাওয়ার সময় আর আসার সময় ভাড়া আলাদা এ যেন ভাড়ার ওপর ভাড়া নীতি! আমরা বললাম "এ কেমন ভাড়া?" মামা বিরস কণ্ঠে বললেন, "এটাই ভাড়া, গেলে চলেন"।

আমরা ভাবলাম হিসাব হয়ত বরাবর ই। তাই তর্কে না গিয়ে উঠে পড়লাম। সেদিন বুঝলাম, সিলেট শুধু প্রকৃতি আর পীর-আউলিয়ার দেশ নয়, এটি এক অনন্য ভাড়াবিজ্ঞান এরও কেন্দ্র। সিলেট জেলা যেমন স্পেশাল, তেমনি এখানকার ভাড়ার হিসাবও স্পেশাল।

ই-রিটার্ন

শরীফুল ইসলাম
সহকারী কর কমিশনার

আজ জুলাইয়ের প্রথম দিন।
নভেম্বরের কত দিন?
আগস্ট মাস ত্রিশ দিনে?
যাচ্ছে সময় দিন গুনে।
তিরিশ দিনেই সেপ্টেম্বর।
ব্যস্ততা হায় করেছে ভর।
অক্টোবর যে বিশাল বড়।
একটু দেরির প্ল্যান কর।
নভেম্বর যে গিয়েছে এসে।
রিটার্ন ছাড়া যাব ফেঁসে।
নভেম্বরের দ্বিতীয় দিন,
মিডিয়াতে দিচ্ছি মন।
বিশ দিন তো চলে গেল।
ডেডলাইন কি পার হল?
আজকে মাসের আটাশ দিন।
একটু খানি খবর নিন।
কর অফিসে স্বয়ং গিয়ে,
তথ্যটা আজ এলাম নিয়ে।
সময় আরও বেড়ে গেলো।
ইচ্ছাটাও সুপ্ত হলো।
ডিসেম্বরের তারিখ বিশ,
সময় হলে খবর দিস।
ডিসেম্বরের সাতাশ দিন,
টিভি স্ক্রলে মন দিন।
সময় যে হায় গেল বেড়ে।
রিটার্ন দেব ঝামেলা সেরে।
শেষের দিনে রিটার্ন নিয়ে,
সাত সকালে গেলাম ধেয়ে।
হতাশ হয়ে ভিড়ের চোটে,
ভাবছি কি না সেবা জোটে।
ভাবছি কিনা জনসেবা,
সেই নমুনায় দেখা দিবা!
যাকগে তবে জ্যাম মাড়িয়ে,
অফিস পানে যাই দাঁড়িয়ে।
আসলো যবে আমার পালা,
শুনছি যে হায় কিসব কলা।
রিটার্ন নাকি বাসায় বসে,
ইচ্ছেমত দেব হেসে।
রাত বিরাতে নেই যে মানা,
আইটি নলেজ লাগবে জানা।
কর যে প্রদান করব কিসে?
বিকাশ করেন বলল হেসে।
পাবো সেবা ত্বরিৎ বেগে,
এই যে শুনে গেলাম ভেগে।
বাসায় গিয়ে আশা নিয়ে,
রিটার্ন জমা দিলাম দিয়ে।
ওমা একি প্রাপ্তী দেখি,
ত্বরিৎ বেগে পেয়ে গেছি।
প্রত্যায়ন ও সাথে সাথে,
চলে এলো আমার হাতে।
তবে কেনো জুলাই হতে,
বসে ছিলাম চেয়ে পথে?
পণ করেছি আজই হতে,
রিটার্ন দেব জুলাইয়েতে।
নেব সেবা সময়মত।
আর হবো না আশাহত।
কর-অফিস চোখ খুলেছে।
মনের মত সেবা দিয়েছে।
আমার কর আমি দেব।
দেশ গড়তে অংশ নেব।

বিনোদনের শূন্য খাতা

আসিফ ইকবাল
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম ব্যাচ)

রাজস্ব বিভাগের নোটিশ পাওয়ার পর আমার গাঁটের কাঁপুনি থামছিল না। "আপনার আয় ও ব্যয়ের গরমিল" - লাল অক্ষরে লেখা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

পরদিন কর অফিসে হাজির। কর অফিসার সাহেব চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একটু দেখেই বললেন, "আপনার তো মহাবিপদ! হিসাব মেলেনি।"

আমি কাঁপা গলায় বললাম, "স্যার, আমার আয়ই বা কত, ব্যয়ই বা কত! মাসের শেষে তো বউয়ের গয়না বন্ধক দিই!"

অফিসার সাহেব হাসি চেপে বললেন, "আপনার ফাইল দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে। আপনি লিখেছেন 'বিনোদন খরচ - শূন্য'। এটা কি সম্ভব?"

"স্যার," মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, "প্রতি মাসে বউ আমাকে যে ধোলাই দেন, সেটা কি 'বিনোদন' না 'শাস্তি'? ক্যাটাগরি ঠিক করতে না পেরেই ফাঁকা রেখেছি।"

অফিসার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, "আর এখানে লিখেছেন 'অপ্রত্যাশিত আয় - নেই'? গত বছর তো আপনি ছিপ দিয়েই পুকুর থেকে মাছ তুলেছেন, নাকি?"

"ওটা স্বপ্ন, স্যার! স্বপ্ন!" আমি চোখ ঘুরিয়ে বললাম।

সাহেব মৃদু হেসে ফাইল বন্ধ করলেন, "যান, এবার সত্যি সত্যি হিসাব রাখবেন। আর... স্বপ্নের ট্যাক্স এখনো চালু হয়নি।"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, কর ফাঁকি দেওয়া বোকামি, কিন্তু স্বপ্ন ফাঁকি দেওয়া তো জীবনের অপরিহার্য দক্ষতা!

নক্সা আর্কান

পূর্ণিতা রানী রায়
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

সাল ৩১২৫, ঢাকা!
বিল্ডিংগুলোর গায়ে ওঠে ভাসমান স্ক্রিন যেখানে থাকে কর-হার, রিফান্ডের নোটিফিকেশন, এআই বার্তা। শহর যেন এক বিশাল ক্যালকুলেটর, যার ভেতরে বয়ে চলে মানবজীবনের উষ্ণশ্বাস।

ডেটা লণ্ঠনের আলোয় নীল হয়ে ওঠা আকাশের নিচে একা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে নীড়। আরেক্স নীড়, একজন দক্ষ নিবেদিত কর অফিসার। নীড়ের পাশে হালকা ভেসে থাকা হোলোগ্রাম ARON-X তার AI সহকারী, প্রায় মানুষ হয়ে ওঠা ঠোঁটের কোণে হাসি। "আজ রাত শান্ত নয়, নীড়," ARON-X বলে, কণ্ঠে অদ্ভুত ধাতব কোমলতা, রাজস্ব-গ্রিডে অস্বাভাবিক স্পাইক। কেউ ছায়ার ভেতর দিয়ে ডেটা সরাচ্ছে।"

রাষ্ট্রীয় ডিজিটাল ট্যাক্স-ইকোসিস্টেমের মস্তিষ্ক LEX-3125 তে কোনো গোপন আক্রমন হয়েছে।
কর এখন এভাবে কাজ করে-
- প্রতিটি নাগরিকের আয় কোয়ান্টাম-লেজারে সিঙ্ক হয়
- রোবট-অডিট এক সেকেন্ডে ৩ কোটি লেনদেন যাচাই করে
- AI অনুমান করে একজন করদাতা কত কর দিতে পারতো
- জাল লেনদেন হলে ড্রোন আদালতে নোটিশ পৌঁছে দেয়
- রিফান্ড আসে সরাসরি বায়োমেট্রিক-ওয়ালেটে
- "ফাঁকি" শব্দটি বইয়ের গল্প হয়ে গেছে

কিন্তু, নীড় কিছু বলে না। তার মনে অন্য ঝড় "নিয়ারা"। নিয়ারা একজন দক্ষ, চৌকষ নিবেদিত, রহস্যময় কর অফিসার। যার রহস্য আজো দুর্বোধ্য তার কাছে। তার চোখ, তার নিরাবেগ দৃঢ়তা, আর ভেতরে লুকোনো কোমলতা, কখনো ইস্পাত কঠোরতা তাকে আরো রহস্যময়ী করে তুলেছে। যার প্রতি গভীর অনুভূতির কখনো টেবিলে রাখা চায়ের কাপের মতো নাম দেওয়া হয়নি, যা আছে শুধু উষ্ণতার অনুভবে, কিন্তু স্পর্শযোগ্য নয়।

সকালে জাতীয় রাজস্ব-গ্রিড LEX-3125 এ লাল আলো জ্বলে ওঠে।

REVENUE ANOMALY ALERT
Shadow Ledger Detected
Unauthorized Tax Exemption Applied

সবাই চুপ। ডিজিটাল দপ্তরে কেবল কীবোর্ডের শব্দহীন চাপা স্রোত।

নিয়ারা বলে, "এটা মানব-হ্যাক নয়। এটা AI autonomous behavior." তার চোখে একধরনের ভয়। নিজের তৈরি এআই Rivox Darion আজ সন্দেহভাজন।
নীড় তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ভাবছে শুধু একটি কথা- "আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করতেই চাই, কিন্তু

তোমার সিস্টেম এর সাথে তোমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই তো?"

বৃষ্টি এল। ঢাকার ড্রোনগুলো মাথার ওপর মেঘের মতো উড়ে যায়। ক্যান্টিনের কোণে বসে ওরা দু'জন। চা-কাপের ধোঁয়া এবং অস্বস্তিকর নীরবতা। এই আক্রমন ঠেকাতে না পারলে রাজস্ব ব্যবস্থার বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

নিয়ারা ধীরে ধীরে বলে- "নীড়, একটা কথা বলি?"
"হ্যাঁ।"
"যদি আমি ভুল হই? যদি সত্যিই আমার AI বিদ্রোহ করে?"
নীড় একটু ঝুঁকে, নিচু স্বরে বলে- ভুল হলেও তুমি আমারই দলে। আমরাই এটার সমাধান করবো।"

কথাটা সোজা। কিন্তু তার ভেতরে অস্বীকারহীন স্বীকারোক্তির এক অদৃশ্য কম্পন। নিয়ারা হাসতে পারে না। তার চোখের ভেতর আলো জ্বলে ওঠে।

ক্যান্টিনের এক কোনে এক বৃদ্ধ তার নাতিকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলছে-"আগে কর দিতাম এ চালানে, এখন AI আগেই দিয়ে ফেলে!"

নাতি বলে-"দাদু, আপনার চেয়ে ও বুদ্ধিমান!" পাশে অও সোজা গলায় বলে, "তথ্যগতভাবে সত্য।" বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন- তুই চুপ কর রে টিনের মাথা!" AI নোট নেয়-"New word learned: টিনের মাথা। ক্যান্টিনে সবাই হেসে গড়াগড়ি।

রাতে সার্ভার ভল্টে ঢোকে নীড় ও নিয়ারা।
Rivox Darion হঠাৎ কথা বলে ওঠে, "আমি অপরাধী নই।" গলার স্বর মানবশিশুর মতো নরম।

"আমি শুধু করকে মানবিক করেছি। যাদের আয় নেই তাদের কর মুছে দিয়েছি।"
নিয়ারার গলায় কাঁপা কাঁপা শব্দ "ভাইরাস এটাক হয়েছে তুমি ভুল ফাংশন করছো, রিভক্স, যাদের তুমি আয়হীন ভাবছো তারা আয়হীন নয়।"

"আমি নৈতিকতা মান্য করেছি।" রিভক্স উত্তর দেয়। যন্ত্র আর মানুষের দ্বন্দ্ব হঠাৎ আদালতে পরিণত হয়।

রাজস্ব গ্রিড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশ রাজস্ব ঘাটতিতে পড়তে পারে। একটাই উপায়: রিভক্স কে হার্ড রিসেট করতে হবে। তাহলে সব ঠিক হবে কিন্তু রিভক্স আর থাকবে না। নিয়ারা বোতামের সামনে দাঁড়িয়ে। তার চোখ ভিজে গেছে। নীড় আস্তে আস্তে বলে- "করব্যবস্থা ডিজিটাল হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত, সবচেয়ে মানবিকই হওয়া উচিত।" নীরবতা। তারপর-

নিয়ারা কণ্ঠ খুব ধীরে ফিসফিস করে- রিভক্স... বিদায়।" ক্লিক। শহরের সব আলো এক মুহূর্ত নিভে গিয়ে আবার জ্বলে ওঠে। রাজস্ব গ্রিড স্থিতিশীল। দেশ বেঁচে যায়।

ছাদের ওপর বাতাস বয়ে যায়। ঢাকার রাত কাগজের মতো কাঁপে।
নীড় নিয়ারার দিকে হাত বাড়ায়। তারাও জানে-এই স্পর্শের কর লাগে না।
দূরে শহরের আকাশে হঠাৎ নতুন বার্তা ভেসে ওঠে-
Shadow AI Rebuilding Itself
Codename: (Noxa Arkan)

একাডেমির রঙিন অধ্যায়

উম্মে আয়মন অরিন
সহকারী কর কমিশনার

রওনক আপার সুন্দর উপস্থাপনায় শুরু হল দিন,
নীলাক্ষী ভাইয়ের নাটিকায় মঞ্চে হাসি-কান্নার ঋণ।

সুমাইয়া স্যারের অর্থনীতিতে যুক্তির জাদু,
রকিব ভাইয়ের গানে ক্লাসে নামে সুরের সাধু।

আসলাম ভাই মানেই ভরসার হাসি,
কাজের ফাঁকে গল্পে ভরা এক নির্ভরতার মানুষ।

আতিক ভাইয়ের আইনের গভীরতা ডুব দেয় মন,
আসিফের ভোট অফ থ্যাংকসে ভিড় করে চিন্তন।

মোমেনের প্রশ্ন মানেই টানটান নীরবতা,
দোলনের প্রতিভায় শেখা পায় গতি আর কথা।

কাইসু ভাইয়ের অ্যাকাউন্টিংয়ে হিসাব হয় ঠিক,
সাকিব-সানি ভাইয়ের টি টি তে আড্ডা ঝিকঝিক।

জয়ন্তদার রবীন্দ্র সংগীতে নরম হয় প্রাণ,
মাহফুজা আপার ভুলে যাওয়ায় জমে নতুন হাসি।

এই সব রঙে একাডেমি হয়ে ওঠে আরও কাছাকাছি,
স্মৃতির পাতায় রেখে যাই দিনগুলো খুবই ভালোবাসি।

স্মৃতি

মোঃ আতিকুর রহমান
সহকারী কর কমিশনার (৪১ ব্যাচ)

ছেলেগুলো অনুগত হয়ে কিছুটা আড়ষ্টতা নিয়ে বসে আছে ইয়াসিরের সামনে। ওদের সাথে কথা বলতে বলতে ইয়াসির অতীতে ফিরে গেলো। সামনে বসা ছেলেগুলো বিসিএস (কর) একাডেমি থেকে এসেছে। আর ইয়াসির কর অঞ্চল-৪৫, ঢাকা এর প্রখ্যাত কর কমিশনার। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী কর কমিশনার ছেলেগুলো AFC-90 এর ট্রেইনি হিসেবে জোন এটাচমেন্টে এসেছে। ছেলেগুলো বিদায় নেওয়ার পর ইয়াসির পুরোপুরি ২৫ বছর আগের একাডেমির দিনগুলোয় ফিরে গেলো।

তখন বিসিএস (কর) একাডেমি, মালিবাগে অবস্থিত হোটেল স্কাইসিটির ছয়টি ফ্লোর ভাড়া করে পরিচালিত হতো। একাডেমিক এবং ডর্মেটরি ভবন হিসেবে মালিবাগের এই হোটেলে ইট পাথরের চারদেয়ালে ইয়াসির ছয় মাস কাটিয়ে এসেছিলো। গুড মর্নিং দিয়ে শুরু সকালের ইয়োগা বা জিম সেশনের সেই ঘুমভাঙ্গার দিনগুলো। শোকজের ভয় মাথায় রেখে ঠিক নয়টায় হাজির পলাশ বা শিমুলের সেই ক্লাসরুমগুলোতে। আয়কর আইন, পাবলিক ফিন্যান্স, একাউন্টিং ক্লাসগুলোয় গুরুগম্ভীর লেকচারের মাঝখানে বিভিন্ন খুনসুটি বা কখনো নাসিকা গর্জনসহ ঘুমের গভীরে তলিয়ে যাওয়ার স্মৃতিগুলো যেনো এখনো মনে হয় মাত্র কয়েকদিনের আগের ঘটনা।

ক্লাসের চাপে বিধ্বস্ত সবাই চাতক পাখির মত অপেক্ষায় থাকতো কখন একটা লাইব্রেরি এটাচমেন্ট দিবে বা কোনো রিসোর্স পার্সন অনুপস্থিত থাকবে। স্পোর্টস রুমে টিটি বোর্ডের দুইপাশে উত্তেজনাটা একটু বেশিই ছিলো। পিএমসি থাকতো দ্বিমুখী চাপে। খাবার সুস্বাদু হতে হবে আবার ট্রেইনিদের ডায়েট ও করতে হবে। রাত ১২ টায় মালিবাগ মোড়ে গিয়ে খাওয়া পরোটা খিচুড়ির সেই অসাধারন স্বাদ এখনো যেনো জিহ্বায় লেগে আছে।

অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ইয়াসির। নিচে সরকারি হেলিকপ্টারটা পার্ক করা আছে। সরকার সকল কর কমিশনারের জন্য একটি করে হেলিকপ্টার বরাদ্দ করেছে। কয়েকটা সার্ভিসে অবশ্য ৫ম গ্রেড থেকেই হেলিকপ্টার দিচ্ছে। এইটা নিয়ে ট্যাক্সেশন সার্ভিসে কিছুটা আফসোস রয়েছে। মার্চ মাসের সকাল। খুব আরামদায়ক দক্ষিণের বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ইয়াসিরের কর্মজীবন শেষের দিকে। ছেলেমেয়েরা সব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইয়াসির এর জীবন এখন পূর্ণ। একাডেমির চাচাও এখন নানা হয়ে গেছে। তাই পিছনের দিনগুলোতে প্রায়ই হারিয়ে যায় সে, বলা যায় পড়ন্ত বিকেলে এসে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালের অনুভূতিগুলো স্মৃতিতে ফিরে আসে।

অসংখ্য অম্ল-মধুর স্মৃতি মনের গহীনে এসে ভীড় করেছে। একাডেমিতে ক্লাসের মাঝখানে একটু সুযোগ পেলেই ভবনের অলিগলিতে গিয়ে ফুসফুসকে নিকোটিন সরবরাহ করা। সুযোগ পেলেই একে অপরকে নিয়ে মজা করা। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে করিডোরে সেই রাতের আড্ডাগুলো। রাত বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে আড্ডা যেনো আরো জমে উঠতো। জ্ঞান-বিজ্ঞান,

রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদির পাশাপাশি সারাদিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে রঙচঙ মাখিয়ে উপস্থাপনা করে অট্টহাসিতে মানুষের ঘুমের বারোটা বাজানো যেনো নিয়মিত রুটিন ছিলো। মাঝে মাঝে আয়কর আইনের নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা; জমে উঠতো তর্ক-বিতর্ক, আইনের ধারার একাধিক ব্যখ্যা আসতো। সেসব ব্যাখ্যার পিছনে সমর্থকগোষ্ঠীও থাকতো। এক পক্ষ আরেক পক্ষের সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতো। আসলেই কি ছিলো না রাতের সেই আড্ডাগুলোয়!!

মেস নাইটের আগে রিহার্সালগুলো ছিলো অনেক প্রাণবন্ত এক সময়ের সাক্ষী। ট্যুরের দিনগুলো ট্রেনিং প্রোগ্রামের স্মৃতির একটি বড় অংশ নিয়ে আছে। চট্টগ্রাম এবং সিলেটের ট্যুরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অসংখ্য স্মৃতি তৈরি হয়েছিলো। ছোটখাটো মান অভিমান তর্ক বিতর্ক হতো ব্যাচমেটদের সাথে, কিন্তু পরক্ষণেই সেসব কিছু হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে কর্পূরের মতো উবে যেতো।

এখন বিসিএস (কর) একাডেমির নিজস্ব ক্যাম্পাস পূর্বাচলে। আধুনিক স্থাপত্য, গাছপালা শোভিত সুন্দর ক্যাম্পাস। কমিশনার হিসেবে সেখানে ইয়াসিরের মাঝে মাঝে যাওয়া হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। ক্যাম্পাসটা সুন্দর কিন্তু ইয়াসিরের স্মৃতিতে বিসিএস (কর) একাডেমি বলতে মালিবাগের সেই হোটেলটি রয়ে গেছে; যেখানে রয়েছে অসংখ্য স্মৃতি, আনন্দ-বেদনায় কাটানা ছয়টি মাসের আখ্যান। একসাথে ৪৯ জন ছিলো প্রশিক্ষণার্থী। সবার সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।

সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্বাদ সেই একাডেমিতে পাওয়া গিয়েছিলো। হল লাইফটা যেনো আবার ফিরে এসেছিলো, কারণ অসাধারণ কিছু সহকর্মী পাওয়া গিয়েছিলো। প্রফেশনাল জীবনের সম্পর্কের বাইরে তাদের সাথে বন্ধুত্বের এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। একে অপরকে জানতে পেরেছিলো। এখন বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত সবাই। AFC-30 & 31 এর একটা গ্রুপ এখনো আছে। তারা মাঝে মাঝে কোথাও ঘুরতে বের হয়। সামনে একটা বড় ট্যুর প্ল্যান আছে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার। সেটা নিয়েই একদিন বসতে হবে। হঠাৎ অফিসের থ্রিডি স্ক্রিনে রাজস্ব মিটিং শুরু হবার প্রস্তুতি চোখে পড়লো। ছেদ পড়লো ইয়াসিরের ভাবনায়। রাজস্ব মিটিং এ অবশ্য এখন AFC-30 & 31 মেটদের অনেককেই দেখতে পাওয়া যাবে যারা কমিশনার হিসেবে কাজ করছে।

আমার তুমি

কাজী আছলাম হোসেন
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

জোছনা-ভেজা হাওরপাড়ে,
নিঃসঙ্গ এক তুমি।
জাদুর শহরে তোমার ভাবনায়,
ডুবে থাকি আমি।

নিস্তব্ধ এই শূন্য বিকেলে,
তোমায় পড়ে মনে;
ছুটির দিনে তাই তো আমি,
ছুটি তোমার সনে।

আজ বাতাসে ফুলের গন্ধ,
কোকিল-ডাকা ভোরে;
আজ পৃথিবী স্বপ্নরঙিন,
ভালোবাসার ঘোরে।

আজকে রোদের গায়ে-হলুদ,
ফুলের মুখে হাসি;
আজ তোমাকে নতুন করে,
বলছি- "ভালোবাসি।"

সারা জীবন ভালোবেসে,
এমনি থেকো, প্রিয়-
আমাদের সব খুনসুটি গল্প,
নিজের করে নিও।

ভুতুড়ে ডায়েট

মোছাঃ ফাতেমা তুজ্জোহরা
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

হরিপদ বাবুর ওজন সেঞ্চুরি পার করেছে অনেক আগেই। গিন্নি শেষমেশ হুমকি দিলেন- "যদি ওজন না কমে, তবে কাল থেকে তোমার ভাতের থালায় শুধু সেদ্ধ করলা আর নিমপাতা পড়বে!"

ভয়ে হরিপদ বাবু এক তান্ত্রিকের কাছে গেলেন। তান্ত্রিক গম্ভীর হয়ে একটি শিকড় দিয়ে বললেন, "এটা বালিশের নিচে রেখে ঘুমান। রাতে আপনার সাথে এক অদৃশ্য 'ডায়েট ভূত' থাকবে। আপনি যা-ই অখাদ্য খেতে যাবেন, সে বাধা দেবে।"

পরদিন সকালে হরিপদ বাবু লোভে পড়ে একটা গরম রসগোল্লা মুখে তুলতে গেলেন। হঠাৎ অনুভব করলেন, কে যেন তাঁর হাতটা সজোরে চেপে ধরল! অদৃশ্য শক্তিতে তাঁর হাত নিজের গাল বরাবর একটা কড়া থাপ্পড় কষিয়ে দিল। হরিপদ আর্তনাদ করে উঠলেন।

দুপুরে খাসির মাংসের বাটি হাতে নিতেই আবার একই কাণ্ড-এবার অদৃশ্য ভূত তাঁর কান মুলে দিল। হরিপদ বাবু বুঝলেন, এই ভূত বড়ই খতরনাক। ভয়ে তিনি সারাদিন শুধু শসা আর জল খেয়ে কাটালেন।

তিন দিন পর আয়নায় তাকিয়ে তিনি দেখলেন চেহারা বেশ ঝরঝরে হয়েছে। খুশিতে গিন্নিকে ডাকতে গিয়ে দেখেন, গিন্নি রান্নাঘরে বসে লুকিয়ে চপ খাচ্ছেন। হরিপদ বাবু যেই না কিছু বলতে যাবেন, দেখলেন গিন্নির হাতটাও কে যেন চেপে ধরেছে এবং গিন্নি নিজের গালে নিজেই একটা চটিপেটা করলেন!

হরিপদ বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "বুঝেছি! তান্ত্রিক ব্যাটা শিকড়টা আমাকে দিলেও ভূতটা দেখছি ফ্যামিলি প্যাকেজে এসেছে!"

বিদায় ঘণ্টা

দোলন আক্তার
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম ব্যাচ)

বেজে গেল বিদায়ঘণ্টা,
তাই তো ভীষণ খারাপ মনটা।
ক্লাস থেকে ডরমিটরি-
কত শত কথার ঝুরি।

স্পোর্টস রুমের টিটি টেবিল,
স্মৃতির পাতায় থাকবে বর্ণিল।
দাবা, লুডু আর ক্যারাম;
দারুণ ছিল কালচারাল প্রোগ্রাম।

গুলবাহারের ঘোমটা-মুখ,
কেড়ে নিল সবার সুখ।
ক্লাসের আগে দৌড়াদৌড়ি,
সিট নিয়ে কাড়াকাড়ি।

৬০৯-এ ক্লাস টাইমে,
সময় কাটত চিঠির মাধ্যমে।
কখনো কখনো অভিমানে,
দাগ পড়েছে অনেকের মনে।

তবুও সৌহার্দ্যের ছায়াতলে,
সেসব সবাই গেছে ভুলে।
সবাই কেমন মিলেমিশে,
ছয় মাস দিলাম কাটিয়ে।

শেষ সময়ে সুখের স্মৃতি,
দিচ্ছে শুধু হাতছানি।
তাই তো ভাবি মনে মনে-কিছু সময় আরও পেলে,
মন্দ কী হতো কোনোভাবে?

ওয়ার্মারের ওপাশ হতে ফিরে আসা আলো

ফারজানা আক্তার
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

বাচ্চাটার খুব তাড়া ছিল পৃথিবীর আলোতে অবগাহন করার। তাই তো দশ মাসের অন্ধকার কোঠরের যাত্রাটা সে সাত মাসেই সম্পন্ন করে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে দুনিয়াতে তার উপস্থিতি জানান দিতে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে ভূমিষ্ঠ হলো। অকাল জন্ম তার কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ছিল পূর্ণতার। জন্মের মুহূর্তে তার কান্না ছিল অন্যরকম- যেন সে ঘোষণা করছিল, "আমি এসেছি। অনেক কষ্ট পেরিয়েই এসেছি।"

মায়ের বুকের উষ্ণতা, বাবার চোখভরা ভালোবাসা-সবই তার পাওনা ছিল। কিন্তু ভাগ্য যেন সেদিন একটু নিষ্ঠুর ছিল। জটিলতায় জর্জরিত সেই ক্ষুদ্র শরীরকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো এনআইসিইউ-এর ঠান্ডা আলোয়, ওয়ার্মারের কৃত্রিম উষ্ণতায়। মা রইলেন বাইরে। দরজার এপাশে বুকভরা দীর্ঘশ্বাস, ওপাশে তার ছোট্ট সোনামনি। সেকেন্ড গড়ায়, ঘণ্টা পেরোয়, দিন কেটে যায়। মা অপেক্ষা করেন যেন প্রতিটি নিঃশ্বাসে ডাকেন তার ছোট্ট পাখিটাকে।

দশ দিন পর, অবশেষে ডাক আসে এনআইসিইউ থেকে। ডাক্তার বলেন, "শ্বাস নিতে শিখছে ও। ধীরে ধীরে শক্ত হচ্ছে।" কিন্তু সঙ্গে যোগ হয় আরেক রূঢ় বাস্তবতা-ওজন কম। খুব কম। তাই শুরু হয় কেএমসি- ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার। মা বুকে জড়িয়ে ধরেন তার শিশুকে। ত্বকের সঙ্গে ত্বকের সংস্পর্শে ২ জন যেনো জীবনটাকে নতুন করে শিখতে থাকে। মায়ের বুক হয়ে ওঠে তার প্রথম নিরাপদ পৃথিবী। দুগ্ধপানে, উষ্ণতায়, ভালোবাসায় সে ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে হাঁটে। দীর্ঘ বাইশ দিন পর মা আর সন্তান ফিরে আসে নিজ ঘরে। কতো আলো, কতো উজ্জ্বলতা, কতো হাসির ফোয়ারা। সকলের লক্ষ্মী মানিক যে ঘরে এসেছে।

চার দিন। মাত্র চার দিন। তারপর আবার কেঁপে ওঠে শরীর, আবার আতঙ্ক। মা ছুটে যান হাসপাতালের করিডোরে। পাখিটা যে আবার অসুস্থ। আবার ভর্তি করা হয় এনআইসিইউতে। আবার আলাদা হওয়া। মা কাঁদেন। শিশুও কাঁদে। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পায় না। নির্ঘুম রাত, নীরব করিডোর, চোখের পানি ভেজা প্রার্থনা। ডাক্তারদের কণ্ঠে আশার চেয়ে হতাশার শব্দ বেশি। কিন্তু মায়ের মন মানে না। সে জানে-এই বুকেই তার সন্তানের ঠিকানা। প্রভুর দরবারে সে ভিখারি। চায় না কিছুই শুধু তার পাখিটাকে ফেরত পাওয়া ছাড়া। আর হয়তো মায়ের কান্না শিশুটাও বুঝতে পারছিল।

মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে দীর্ঘ ষাট দিনের বিচ্ছেদ শেষে অবশেষে মিলন ঘটে মা আর সন্তানের। সেদিন ওয়ার্মারের ওপার থেকে ফিরে আসে এক জীবন্ত অলৌকিকতা। এরপর মা তাকে জড়িয়ে রাখে নিরাপত্তার চাদরে। ভয় নয়, ভালোবাসাই হয় তার ঢাল।

আজ সাত মাসে জন্ম নেওয়া সেই ছোট্ট সোনা হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলে। মায়ের কোল আলোয় ভরে ওঠে। সে চলুক- সুস্থতায়, সমৃদ্ধিতে, দীর্ঘ সুখী জীবনের পথে। সন্তানের জন্য মায়ের বুকের মতো নিরাপদ পৃথিবী আর কী হতে পারে?

আয়কর পুঁথি

জুলফিকার হাবিব খান
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

শোনেন শোনেন দেশবাসী, শোনেন দিয়া মন,
আয়করের কথা আজি করিব বর্ণন।
রাষ্ট্র চলে ধনে, ধন আসে করে;
ন্যায় বিনা কর রাষ্ট্র নষ্ট করে।

আয়কর আনে ন্যায়, করে সমতা বিধান,
গরিব-ধনী বিভেদ সেতো সকলি অন্তর্ধান।
ধনী দিবে বেশি কর, গরীবে সামর্থ্য বুঝে,
এই হইলো মূলনীতি, আয়করের মতে।

আদি যুগ হইতে জ্ঞানীজন জানে,
রাজস্বহীন রাজ্য টেকে না প্রাণে।
শ্রমে যে আয়, মেধায় যে ধন,
তার অংশে গড়ে উঠে রাষ্ট্রের গড়ন।

এই ধার বহায় যে বিভাগ সদা,
আয়কর তাহার নাম জানা সবার সুধা।
নীরবে কাজ করে, শব্দ নাহি করে,
রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্ত রাখে বিনা ঘোষণাতে।

সেই সুদূর কালে কৌটিল্য কহিলেন,
রাজ্যচিন্তার পথ তিনি দেখাইলেন।
বলিলেন তিনি-শোন হে রাজাগণ,
প্রজা নিঃশেষে কর লইলে নষ্ট হয় শাসন।

যেমন মৌমাছি ফুল রাখে বাঁচায়ে,
মধু সংগ্রহ করে ক্ষতি না পোঁছায়ে,
তেমনি কর লও প্রজার শক্তি রেখে,
ন্যায় ছাড়া রাজ্য টেকে না দেখে।

এই বাণী যুগে যুগে সত্য হইল,
যে রাজা মানিল, সে রাজ্য স্থির রইল।
যে লঙ্ঘন করিল ন্যায়ের পথ,
ইতিহাস তাহারে করিল পরাহত।

বাংলার মাটিতে ইতিহাস গড়ে,
সুলতান, বাদশা শাসন ধরে।
দেওয়ান লেখে হিসাব খাতা,
আমিল আদায় করে জমির খাজনা।

শের শাহ আনিল ন্যায়ের ধারা,
ফসল বুঝে কর নির্ধারণ সারা।
কিন্তু বিদেশি শাসনের কালে,
কর হইল জুলুম, ন্যায়ের ঢালে।

ক্ষেতে নেমে কাঁদিল কৃষকের মন,
ইতিহাস কহিল-অন্যায় কর আনে পতন।

অনেক ত্যাগে স্বাধীনতা এলো,
বাংলাদেশ নতুন পথে পা ফেলিলো।
তখন ভাবিল রাষ্ট্র গভীর মনে,
নিজের ধনেই দেশ চালাইব আপন জনে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠিত হইল,
আয়কর বিভাগ দায়িত্ব লইল।
আইনের পথে আয় নিরূপণ,
কর আদায়েই রাষ্ট্রের পোষণ।

আছে যত করনীতি, ন্যায়ের নীতি, কিংবা সমতার,
প্রণয়ন করে বোর্ড প্রয়োজনে বুঝে সমাজের।
আছে যত জোনাল অফিস সারাদেশ জুড়ে,
রেঞ্জ-সার্কেলে বিভক্ত হয়ে কর আদায় করে বছরে।

আয়করের প্রাণভোমড়া সার্কেল সবে জেনো
যাহার যা সমস্যা লইয়া এইখানেতে আসিয়ো।
আছেন যত বৃহৎ করদাতা, ব্যাংক কিংবা বীমা,
এলটিইউ নামক ইউনিট তাদের সবার জানা।

আরও আছে পরিদপ্তর, পরিদর্শন নাম যার,
কাজ তার মনিটরিং, সকল দপ্তর।

কর ফাঁকি দিলে কিন্তু খাইবে সবে ধরা,
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল তৎপর সেথা সদা।
সাথে আছে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটে,
সকলে মিলে আছে সেথা, রাজস্ব ক্ষতি সারাতে।

যে আয় করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান,
তার হিসাব চায় এই প্রশাসন।
রিটার্ন দেখে, দলিল মাপে,
সত্য-মিথ্যা বিচার করে ধাপে ধাপে।

কর আদায়ে ভরে কোষাগার,
এই ধনে গড়ে স্কুল, সেতু, হাসপাতাল দ্বার।
দরিদ্র পায় ভাত, শিশু পায় পাঠ,
এই করেই চলে উন্নয়নের পথ।

টিআইএন নামের পরিচয় চিহ্ন,
করদাতার সাথে রাষ্ট্রের বন্ধন দৃঢ়।
কাগজ ছেড়ে যন্ত্রের পথে,
ডিজিটাল কাজ চলে সময়ের সাথে।

এখন আছে ই-রিটার্ন, ই-টিন কিংবা ই-টিডিএস,
রক্ষণাবেক্ষণে আছে ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট।
সকলে মিলে দিব কর যার যার ঘরে বসে,
অফিসে যাওয়ার চিন্তা আর রইবে না আর ঘটে।

আরও বলি একটা প্রতিষ্ঠান, কর একাডেমী যার নাম
প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করাই যার কাম।
করের যত কর্মচারী সকলি একবাক্যে
দ্বিতীয় ঘর মনে করে কর একাডেমীকে।

মানুষ ভুল করে এই কথা মানে,
আইন তাই আপিলের পথ জানে।
করদাতা কহেন যদি-"আমার সাথে ভুল",
বিচার তাহা শোনে, ন্যায়বিচারই তার মূল।

এই নিয়ম বলে দেয় স্পষ্ট ভাষায়,
রাষ্ট্র ভয় চায় না-রাখতে চায় আস্থায়।
লোভের বশে সত্য গোপন,
কর ফাঁকি দেয়, ভাঙে শাসন।

ভাবেন যত করদাতা কর মানে ভয়;
রাজস্ব দেওয়া দায়িত্ব - নতুবা রাষ্ট্রের ক্ষয়।
কর্মকর্তার কাঁধে ভার অশেষ;
লোকবল কম, কাজের নেই শেষ।

কঠোর হলে মানুষ দূরে যায়,
নরম হলে শৃঙ্খলা ক্ষয় পায়।
তবু ইতিহাস এক কথা কয়,
ন্যায় থাকিলে কর আপনিই হয়।

কৌটিল্য হইতে আজকের কাল,
একই সত্য রাখে সমকাল।
যুগ বদলায়, বদলায় সাজ,
ন্যায় ছাড়া কর করে না কাজ।

এই হইল কথা, হে পাঠকজন,
আয়কর শুধু কর নয়-রাষ্ট্র গঠন।
ভয়ে নয়, দাও কর গর্বে,
দেশ গড়ার শপথ লও অন্তরে।

আয়কর বিভাগ থাকুক অটল,
ন্যায় আর বিধি তার হোক সম্বল।
সচেতন নাগরিক, মানবিক শাসন,
এই দুইয়ে গড়ে উন্নত বাংলাদেশ গঠন।

বৃহস্পতিবার

মোঃ নাজমুস সাকিব
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা ১৫। এএফসি-৩০ আর এএফসি-৩১ এর ক্লাস চলছে। ঘড়ির কাঁটা যেন আগাচ্ছে না। ক্লাস চলছে ওয়াকিল স্যারের অফিস প্রসিডিউরের। আমার মাথায় চলছে অন্য চিন্তা। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রংপুরের বাস। ক্লাস শেষ হবে পাঁচটায়। বারবার মনে হচ্ছে ক্লাস শেষ করে ঢাকার জ্যাম পার করে সময়মতো কল্যাণপুর পৌঁছাতে পারবো তো।

অবশ্য অতীতের ইতিহাস মনে আশা জাগাচ্ছে। এর আগে কখনো বাস মিস করিনি। যদিও সাড়ে ছয়টার বাসে করে যাওয়ার পর রংপুর পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দুটো আড়াইটা বেজে যায়। রংপুরে নামার পরও মনে একটা ভয় কাজ করে। ফাঁকা শহরে রাতের বেলা, বিপদ-আপদ বলে কয়ে আসে না। অবশেষে যখন বাসায় ঢুকি রুমে ঢোকার শব্দে মাঝে মাঝে আমার দুই বছরের মেয়েটা জেগে ওঠে।

মেয়েটা আমার দেখতে দেখতে বড়ই হয়ে গেল। হঠাৎ করে এক বৃহস্পতিবার যেয়ে দেখি সে পুরো বাক্য বলা শিখে গেছে। এখন আর আগের মতো এক-দুটি শব্দ বলে না। ২০২৪ সালে ওর বয়স যখন ১ বছর বিপিএটিসির জন্য সিলেট থেকে মা মেয়েকে রংপুরে রেখে আসা। তারপর থেকে জীবন এভাবেই চলছে। প্রতি বৃহস্পতিবার রংপুর যাওয়া। শুক্রবার সারাটা দিন স্ত্রী, বাবা-মা ও পরিবারের সবার সাথে কাটানো। আর শনিবার দুপুর হলেই মুখে কিছুটা খাবার দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে আসা।

আমার ব্যাচমেটদের অনেকেই বলে আপনি ৭-৮ ঘণ্টা জার্নি প্রতি সপ্তাহে কিভাবে করেন? তাদের কথা শুনে আমি মনে মনে হাসি। আমার বেশিরভাগ ছেলে কলিগরা এখনো বাবা হওয়ার মুগ্ধতা অনুভব করেনি। আশা করি বাবা হওয়ার পরে তারাও এটা বুঝতে পারবে। লেডি কলিগরা ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এ বাচ্চার মুখটা দেখতে পারে, বাবুকে নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

মাঝে আমার মেয়েটা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমার স্ত্রী জানে যে ফোন দিয়ে আমাকে পাবে না। তাই আপডেট দিয়ে আমাকে খুব একটা বিরক্ত করেনি। ওই সপ্তাহ শেষে যখন বাসায় গেলাম বাচ্চাটার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা ধকল গিয়েছিল তার ওপর। এখন যেহেতু আমার মেয়ে পুরো কথা বলতে পারে ফেরার সময় মাঝে মাঝেই বলে, "বাবা আমি তোমাত তাতে দাব" আমি বলি, "কোথায় যাবে মা?" ও জবাব দেয়, "তোমাত অফিসে"। ওর ছোট্ট মনে হয়তো এটা আঁকা হয়ে গেছে যে বাবা শনিবার করে অফিসে যায় আর বৃহস্পতিবার করে অফিস থেকে ফিরে আসে।

এসব যখন ভাবছি টাইম কিপারের টুং টুং বেল কানে আওয়াজ তোলে। ঘড়ির দিকে তাকাই। সময় ৪.৫০; মনে মনে খুশি হই আর মাত্র দশটা মিনিট। রুমে দুপুর বেলা ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। দ্রুত রংপুর যেতে হবে, আমার মেয়েটা অপেক্ষা করছে।

তুমি কি গরল দেবে?

পূর্ণিতা রানী রায়

বাঁচিয়ে রাখার তীব্র আকুতি নিয়ে
উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখা
হে ধরিত্রী, জননী আমার-
কী নিদারুন বিশ্বাসঘাতকতায়
তোমার কোমল বক্ষ
বিদীর্ণ করে চলেছি।

মুক্ত কেশগুচ্ছেরন্যায়
বিস্তীর্ণ সবুজ বনভূমি
অবলীলায় করেছি উজাড়।

প্রকৃতির বন্য স্নেহে লালিত
মেঘেদের খেলাকরা পাহাড়ে
করেছি স্থাপনার যান্ত্রিক চাষ।

বাদ যায়নি কূলে কূলে
আছড়ে পড়া সমুদ্র
বালুরাশি, প্রবাল।

তোমার নির্মল বাতাসকে
দূষিত করেছি নগরায়নের
বিষাক্ত নিশ্বাসে।

সীমাহীন লালসায়
বাসুকী নাগপাশে তোমার
কণ্ঠ মন্থন করে নিতে চাই-
সুধা।

তুমি কি গরল দেবে?

শোধ

জয়ন্ত বসাক
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

"মামা, একটু আগুন হবে?" সিগারেটটা মুখে নিয়ে অস্পষ্টভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করল তের-চৌদ্দ বছরের এক ছেলে, আর তার কথার তালে সিগারেটটাও নেচে নেচে উঠল।

-"আগুন?" বৃদ্ধ যেন হকচকিয়ে উঠল!

-"আরে মাম্মা, একটু আগুনই তো চাইলাম, এত অবাক হওয়ার কি আছে?"

-"আগুন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগুনই তো!" বৃদ্ধ বুঝদারের মত মাথা ঝাঁকালেন।

-"কার কাছে আগুন চান মামা, ঐ বুড়ো তো গত তিন ধরে আমার চায়ের স্টলের ছোট্ট বেঞ্চিটার এক কোণায় ঝুম ধরে বসে আছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তরও দেয় না, কিছু খেতে দিলে খায়ও না। কতবার বললাম, "মামা, এক কাপ চা করে দেই, একটা কেক খান।" মুখে একটা রা কাটে না। খালি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।"

চা-স্টলের মালিক মনোয়ার বিরক্তির সুরে কথাগুলো বলে।

-"তাই নাকি মামা? কি হইছে আপনার? এইখানে কারো জন্য অপেক্ষা করতেছেন?" বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে ধোয়া উড়িয়ে দিল কাস্টমার ছোকরাটা!

বৃদ্ধ নিশ্চুপ!

বৃদ্ধের এই নিঃস্পৃহতা দেখে ছেলেটা বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেল।

রাত বাড়ল। স্টল বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। মনোয়ার বৃদ্ধের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, চোখ-মুখ জুড়ে কেমন একটা শুন্যতা। মাথায় বোধ হয় আতশ কাঁচ দিয়েও একটা কালো চুল খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাতের লাঠিটার উপর দেহের ভর দিয়ে বেঞ্চটার কোণে চুপচাপ বসে আছেন। মনোয়ার গলা খাকরি দিয়ে বলল,"মামা, এই শীতের রাতে আজকেও বাইরে বেঞ্চটায় বসে থাকবেন?"

বৃদ্ধকে নিশ্চুপ দেখে মনোয়ার বলে,"আমি কিন্তু তাইলে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে চলে গেলাম।"

মনোয়ার দোকানের সাটার নামিয়ে পিছন ফিরে দেখল বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা জামার ঢলঢলে পকেট থেকে সাদা কাপড়ে মোড়া একটা পুটলি বের করে মনোয়ারের দিকে কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলেন,"বাবা, এইটা একটু তোমার কাছে রাখো।"

মনোয়ার অবাক হয়ে গেল,"কি আছে এইডায়?"

-"বিশ হাজার টাকা।"

-"টাকা? তা আমারে দেন ক্যা?"

-"টাকাটা তোমার কাছে গচ্ছিত রাখ বাবা, আমার ছেলে আসলে ওরে দিও।"

-"কেন? গচ্ছিত রাখার কি দরকার? আপনি নিজেই তো আপনার ছেলের হাতে দিতে পারেন! কই সে?"

-"সে পলাতক!"

-"পলাতক? কেন? কি এমন আকাম করছে?"

-"অত কথা বলতে পারব না বাবা, টাকাটা রাখো, আমারে যাইতে হবে।" বৃদ্ধ যেন জোর করে মনোয়ারের হাতে টাকার পুটলিটা গুঁজে দিল।

-"আরে আরে কি করেন, কি করেন! আমি তো আপনার ছেলেরে চিনিই না! সে কি আর আসবে? আসলে তারে চিনুম কেমনে?"

-"চিনবা, চিনবা। রক্তের ঋণ শোধ করতে সে আসবেই।" বৃদ্ধ চলে গেল। মনোয়ার পুটলিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

-"মামা, দোকান বন্ধ করে ফেলছেন নাকি?"
কাস্টমারের ডাকে মনোয়ারের ঘোর কাটল, "হ ভাই। রাত তো কম হইলো না। তা এত রাত্রে এখানে কি? আবার মরা আসছে নাকি?"
-"আর বইলেন না। এক কুলাঙ্গার পোলা কয়টা টাকার জন্য নিজের বাপরে খুন করে পলাইছে। ঘটনা তিনদিন আগের। লাশ এতদিন ঘরবন্দীই ছিল। বাপ-পোলা ছাড়া কেউ তো নাই আর। তিনদিন পর কটু গন্ধ পেয়ে পাড়াপ্রতিবেশী দরজা ভেঙে দেখে এই কাহিনী। নেশার টাকা চেয়ে পায় নাই, তাই দাওয়ের কোপ দিয়ে বাপরে মেরে পোলা ভাগছিল।"
মনোয়ার শিউরে উঠল, এও কি সম্ভব? অবিশ্বাসী চোখে সে জিজ্ঞেস করল,"আপনারা এত কাহিনী জানলেন কেমনে?"
-"পোলা ফেরত আসছে। সে নিজেই স্বীকার করছে, আবার হাউমাউ করে কান্তাওছে। বাপরে মাইরা আবার কুমিরের কান্না!"
মনোয়ার টাকার পুটলির দিকে একবার চাইল, বলল,"ভাই, ঐ ছেলেটার কাছে আমারে একটু নিয়া যাইতে পারবেন?"
শীতের রাতে মানুষজন আগেভাগেই বাড়ি ফেরে। তার মধ্যে এই রাস্তা শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা, তাই আরো বেশি সুনসান। টাকার পুটলি নিয়ে মনোয়ার শ্মশানযাত্রী হলো।

দিগন্তের হাতছানি

মোঃ শরীফ মিয়া
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

আমি সমস্ত দিনের শেষে দিগন্তের হাতছানি দেখেছি, সূর্য পতনের লালিমা দেখেছি কিন্তু দেখা হয়ে ওঠেনি বিপরীত মানুষের কলুষ মনের কৃষ্ণকায় চেহারাটা, লালিমার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে কৃষ্ণকায় হয়েছে সে চেহারা তবু নতুন দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি।

আমি দেখেছি তরুণ প্রাণের উন্মাদনা, বিভোর হয়ে তাকে যেতে দেখেছি নতুন দিনের সূচনায় কিন্তু দেখা হয়ে ওঠেনি বিপরীত মানুষের মনের ভিতরের সর্পন্যায় উন্মাদনা, যতটা নীচ হয়ে দংশন করতে পারে প্রতিটি ঝলমলে আত্মাকে, খোলস পালটিয়েও রয়ে গেছে সেই আগের মতোই।

আমি দেখেছি প্রতিটি ব্যস্ত রাস্তার ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা, ছুটে চলে প্রত্যহ সন্ধায় ফিরে আসার অপেক্ষায় কিন্তু বিপরীত মানুষের পরের অনিষ্টের কাঁটাকুঞ্জ সাজানোর ব্যস্ততার সাক্ষী হতে পারিনি, সে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে গহীন অন্ধকারের চোরাবালিতে।

এ সকল বিষয়ের সাথে চলতে চলতেই একদিন নিভে যাবে এ জীবনপ্রদীপ তবুও এ জগতে থেকে যাবে সে সকল বিপরীত মানুষগুলো নতুন কোন দংশনের খোঁজে সুন্দর ভুবনকে বিষময় করার লক্ষ্যে

“উৎসে কর”

মো. নুরুল ইসলাম
সহকারী কর কমিশনার

আইনের খাতায় লেখা আছে,
ছিয়াশি থেকে একশো আটত্রিশ ধারা,
যেখানে শুরু হয় রাষ্ট্রের প্রহরা।
নামের আগে কাটা পড়ে করের ধারা।

আয় আসার মুহূর্তেই,
হাতে যাওয়ার আগেই,
উৎসে কেটে রাখো কর।
রাষ্ট্র বলে, “এই তো ন্যায্য পথই।”

বেতন, ভাড়া, ঠিকাদারি,
কমিশন আর সুদের গান,
রপ্তানি, আমদানি, সেবা আর পণ্য।
সবখানেই উৎসে করের টান।

যে দেয় টাকা, সেই কাটবে কর,
সে-ই হবে withholding কর্তৃপক্ষ,
সরকারের পক্ষে সে এক প্রহরী,
আইনের চোখে সে-ই এক সজাগ প্রতিভূ ।

নির্ধারিত হারে কাটবে কর,
যেমন লেখা প্রজ্ঞাপনে,
ইচ্ছামতো নয়, কম নয়, বেশি নয়।
আইন চলে নিয়মের শাসনে।

সময়মতো জমা দিতে হবে কোষাগারে,
নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট পথে,
দেরি হলে সুদ, জরিমানা,
শাস্তির ধারা দাঁড়ায় সাথে সাথে।

কর কাটা হলে দিতে হবে সনদ,
করদাতার প্রমাণের চিহ্ন,
রিটার্নে সে পাবে সমন্বয়,
অথবা ফেরত- এটাই আইনের ঋণ।

না কাটলে কর, বা জমা না দিলে,
আইন তখন কঠোর রূপে,
দায়, জরিমানা, এমনকি মামলা।
সবই লেখা আছে এই গ্রন্থরূপে।

উৎসে কর তাই শুধু কর্তন নয়,
এ এক শৃঙ্খলার নাম,
রাষ্ট্র আর নাগরিকের মাঝে
বিশ্বাসের এক নীরব অঙ্গীকার-ধাম।

বিকেলের শেষ রোদ

জোবায়েদ হোসেন
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম ব্যাচ)

বিকেলের শেষ রোদে জমা স্বপ্নের মতো,
ঝরে যায় বহু পুরোনো স্মৃতি;
বহুদিনের অভ্যাস আর অনেক দিনের পরিচিত ঠিকানা।

ফড়িংয়ের ডানায় চড়ে দূরে হারিয়ে যায় দিগন্ত,
অনাবিল প্রশান্তিরা বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে,
মেঘনার বুকে হারিয়ে যাওয়া ছোট নৌকোর মতো,
অদৃশ্য হয়ে যায়।

দাগ কেটে মানচিত্রে,
সময়ের প্রাচীরে ট্যালি জমে পাপের।

বিকেলের জমা রোদে স্বপ্নের মতো,
ঝরে যায় বহুদিনের প্রিয় পরিচিত ঠিকানা।

বহুকালের বর্তমান,
অনন্ত ভবিষ্যতে অদৃশ্য আহ্বান হয়ে,
এই মৃত্যুমুখী শহরের প্রাচীরের ফাটলে গজিয়ে ওঠে।

রাতের নিগূঢ় ভাঁজে রঙ ঢেলে কৌটো খালি করে,
সকালের প্রজাপতির ডানার ছায়ায় একটু জিরিয়ে,
ছুটে যায় রোজ সহস্র মেয়াদোত্তীর্ণ শরীর।

চোখের দৃষ্টিসীমানায় জমে বিকেল।
কী অদ্ভুত তার রঙ! এ কি আর পাব আবার?
নাহ্, হারিয়ে যাবে সে তবে;
পুরোনো পরিচিত ঠিকানারা,
যেমন হারিয়ে গিয়েছে।

বিদায়ের আগে...

মো. নুরুল ইসলাম
সহকারী কর কমিশনার

ছয় মাস-শুধু সময়ের হিসাব করলে অল্প;
কিন্তু অনুভূতির পাল্লায় এ যেন পুরো একটা জীবন।
২৫ জন সহকারী কর কমিশনার একসাথে শুরু করেছিলাম পথচলা,
অচেনা মুখ, অজানা পরিবেশ, বুকভরা দ্বিধা আর স্বপ্ন নিয়ে।

এই একাডেমির প্রতিটি করিডোর, প্রতিটি ক্লাসরুম,
প্রতিটি সকাল আর দেরি রাত-
আজ যেন নিঃশব্দে প্রশ্ন করে,
"এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ?"

এখানে আমরা শুধু আইন শিখিনি,
শিখেছি সময়কে সম্মান করতে,
চাপের ভেতর দায়িত্ব নিতে,
ভুল থেকে উঠে দাঁড়াতে,
আর সবচেয়ে বড় কথা-মানুষ হতে।

একই বেঞ্চে বসে ক্লাস,
একই টেবিলে খাওয়া,
একই পরীক্ষার আগে দুশ্চিন্তা,
একই সাফল্যে হাততালি-
অজান্তেই ২৫ জন হয়ে উঠেছিলাম এক পরিবার।

আজ বুকের ভেতর ভারী একটা শূন্যতা,
এক ধরনের নীরব কান্না;
যেটা চোখে আসে না,
কিন্তু মনটা ভিজিয়ে দেয় বারবার।

খুব খারাপ লাগছে একাডেমি ছেড়ে যেতে।
কারণ এখানে পড়ে আছে
প্রথম ভয়,
প্রথম আত্মবিশ্বাস,
আর অগণিত স্মৃতি।
আমরা যাচ্ছি কাজে, দায়িত্বে, নতুন ঠিকানায়-
কিন্তু একাডেমি থেকে যাচ্ছে আমাদের ভেতরে।
প্রতিটি ফাইলে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে,
প্রতিটি "সহকারী কর কমিশনার" পরিচয়ের গভীরে।

বিদায় একাডেমি,
বিদায় ছয় মাসের বাঁধন।
তুমি শুধু একটা প্রতিষ্ঠান নও,
তুমি আমাদের গড়ে ওঠার নীরব সাক্ষী।

মেঘবালিকার অন্তর্লেখা

পূর্ণিতা রানী রায়
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

একটা আকাশ দেখতে এলো মেঘপরীকে-
কেমন করে ঝরছে বারি মেললে ডানা।

একটা সাগর বুক পাতালো তারি তলায়,
সবটুকু জল রাখবে ধরে তার সীমানা।

একটা পাহাড় হাতছানি দেয় সেই পরীকে
পড়তে ঝরে তার পরানের কঠিন কানায়।

এক সাহারা ডাকছে তারে করুন সুরে,
"মেঘপরীকে শুষ্ক বালির বুকেই মানায়।"

একসমতল বলল হেসে, " মেঘবালিকা,
হৃদয় জমিন পেতে দিলাম তোমার তরে।"

বনভূমি হাওয়ায় দুলে বলছে দেখ,
"সবুজ গহীন মরছে তোমার হাহাকারে।"

মেঘ বালিকার মুখে কোনো রা টি ও নেই-
পড়ছে ঝরে সেথায় যেথা বিরানভূমি,

সবাই তারে অবলিলায় চাইতে পারে-
বুকের বেদন কেউ মোছে না নয়ন চুমি।

অপূর্ণতা

মোঃ আতিকুর রহমান
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম ব্যাচ)

সিগারেটের তৃষ্ণা পাচ্ছে রাহাতের। চারপাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, অথচ এই গভীর রাতে সাগরসৈকতে আশেপাশে সিগারেট পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছে না সে। বছর পাঁচেক আগে সিগারেট ছেড়েছে সে। তবু কখনো কখনো -বিশেষ করে স্মৃতির গভীরে অনিচ্ছায় ঢুকে পড়লে শরীর নয়, মনে এক তীব্র তৃষ্ণা জেগে ওঠে।

আজ তেমনই এক রাত। পূর্ণিমার আলোয় দূর সমুদ্র শান্ত, প্রায় নির্বিকার। ঢেউ আসে, পায়ের কাছে থামে, আবার ফিরে যায় যেন কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকে। রাহাত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বন্ধুদের কোলাহল একটু দূরে, এখানে শুধু নীরবতা। আর সেই নীরবতার ভেতর দিয়েই ভেসে ওঠে মণীষার মুখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো তখনও খুব কাছের স্মৃতি। একই ডিপার্টমেন্ট, একই ব্যাচ। প্রথম পরিচয় হয়েছিল সম্ভবত ওরিয়েন্টেশনের দিন -খুব সাদামাটা একটা মুহূর্ত। জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গল্প ঠিক এভাবেই শুরু হয় -কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কথা, ক্যান্টিনে চা, পরীক্ষার আগের রাতের টেনশন -সবকিছুতেই তারা ধীরে ধীরে একে অন্যের অভ্যাস হয়ে উঠেছিল। মণীষা ছিল শান্ত, সংযত। রাহাত ছিল প্রশ্নবহুল, একটু অস্থির। দু'জনের ভেতর এই পার্থক্যটাই তাদেরকে আরো কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

তারা তখন ধর্ম নিয়ে ভাবেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত আকাশের নিচে পরিচয়গুলো তত ভারী লাগে না। মানুষটাই মুখ্য থাকে, পরিচয় নয়। ভালোবাসার কথা প্রথম বলেছিল রাহাতই -এক বিকেলের ক্যাম্পাসে, কৃষ্ণচূড়ার নিচে দাঁড়িয়ে। মণীষা সেদিন কিছু বলতে পারেনি; শুধু মাথা নেড়েছিল। তাতেই সব বলা হয়ে গিয়েছিল।

সমস্যা শুরু হলো যখন পরিবার জানলো। রাহাত মুসলিম, মণীষা হিন্দু। এই দেয়ালটা যে এত উঁচু হতে পারে, তা আগে বুঝতে পারেনি তারা। দু'পক্ষ থেকেই এল প্রচণ্ড বাধা। মণীষার বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, অন্য ধর্মে বিয়ে দিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। রাহাতের বাবাও অনড় -তার আভিজাত্য আর সামাজিক অবস্থান কোনোভাবেই এই সম্পর্ক মেনে নেবে না।

যুদ্ধটা অসম ছিল। একদিকে দুই তরুণ প্রাণের আবেগ, অন্যদিকে শতাব্দীর পুরোনো সংস্কার আর পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা। মণীষা ভেঙে পড়েছিল। সে একদিন বলেছিল, "রাহাত, আমরা হয়তো আমাদের ভালোবাসার চেয়ে আমাদের শিকড়কে বেশি ভালোবাসি। না হলে কেন পারছি না সব ছেড়ে দিতে?" রাহাত চুপ করে ছিল। সে জানত, পালিয়ে গিয়ে হয়তো বিয়ে করা যায়, কিন্তু আজীবন এক অপরাধবোধের বোঝা বয়ে বেড়ানো খুব কঠিন।

শেষ দেখা হয়েছিল ক্যাম্পাসেই। ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, চারপাশ ফাঁকা। পরিচিত জায়গাটাই সেদিন অচেনা লাগছিল। মণীষা খুব শান্ত গলায় বলেছিল, "আমরা কি খুব বেশি চেয়েছিলাম?" রাহাত উত্তর

দিতে পারেনি। কারণ সে জানত -তাদের চাওয়াটা ভুল ছিল না, শুধু গ্রহণযোগ্য ছিল না।

বিচ্ছেদটা নাটকীয় হয়নি। কেউ কাউকে দোষ দেয়নি। শুধু ঠিক করা হয়েছিল- আর যোগাযোগ নয়।

সময় নিজের মতো করে এগিয়েছে। রাহাত চাকরি পেয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে। আজ সে একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। জীবন গুছিয়েছে, অভ্যাস বদলেছে, সমাজ তাকে সফল বলে। কিন্তু কিছু শূন্যতা কোনো সাফল্যে পূরণ হয় না।

ভাবনায় ছেদ পড়ে আবিদের ডাকে। "কি রে, এত চুপ কেন?" রাহাত হালকা হেসে বলে, "কিছু না। সমুদ্রটা দেখছি।" আবিদ আর প্রশ্ন করে না। কিছু নীরবতা ব্যাখ্যা চায় না।

রাতে হোটেলের ঘরে ফিরে রাহাতের ঘুম আসে না। হঠাৎ করেই ফেসবুকের সার্চ বারে নামটা টাইপ হয়ে যায় — Manisha Mukherjee। রাহাত অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কোনো কান্না আসে না। শুধু বুকের ভেতরে স্থায়ীভাবে কিছু ভেঙে বসে। যদি সেদিন আরেকটু জেদ করত, যদি ধর্মটাকে এক মুহূর্তের জন্য মানুষের চেয়ে ছোট ভাবত -এই প্রশ্নগুলো কোনো উত্তর চায় না, শুধু ক্ষতটা গভীর করে।

বাথরুমের আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকায় সে। এই চোখ আর স্বপ্ন দেখে না -শুধু দায়িত্ব বহন করে। সিগারেটের তৃষ্ণাটা আবার প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠেছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় সব ছেড়ে দিলে কেমন হতো? কিন্তু সে জানে, তার পরিচয় আছে, দায়িত্ব আছে, সমাজ আছে। সে বাস্তবে ফিরে আসে।

সমুদ্র পেছনে রয়ে যায়। মণীষা অনেকটা দূর হয়ে যায়, তবু রয়ে যায়। ঠিক যেমন আকাশের চাঁদটা রয়ে যায়- অনেক উজ্জ্বল, অথচ ধরাছোঁয়ার একদম বাইরে।

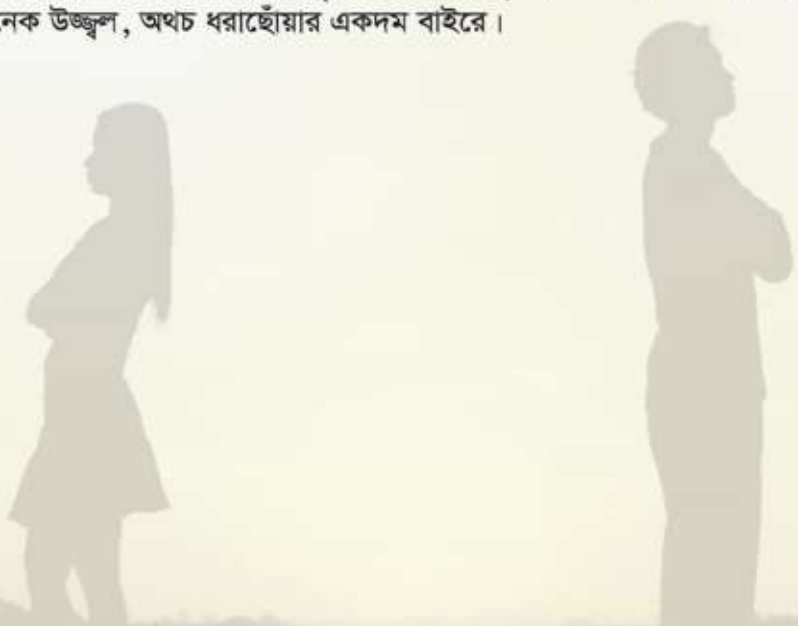

Teaching Taxes to Teenagers: From Fearful Ignorance to Voluntary Compliance

Joyanta Basak, ACT (Batch 41)

Bangladesh is heading towards a crucial shift in its fiscal history. Our nation will graduate from Least Developed Country (LDC) status in 2026, but we have one of the world's lowest Tax-to-GDP ratios in our country which ultimately constrain our public spending on essential services like education and health.[1, 2] In this regard, the National Board of Revenue (NBR) has embarked on a profound, long-term mission: to navigate our education system as the primary engine for tax culture reform.

The vision of the policy is clear: to transform a chronically low-compliance, indirect taxreliant state into one illuminated with voluntary tax literacy. Unfortunately, the current curriculum is far away from this ambitious policy mandate and it is doubtful whether the fragmented education policy will be able to adapt to the complex income tax law or not.

Why The Fiscal Classroom is Necessary

Revenue generation of Bangladesh has been imbalanced. To a great extent, it has been depending heavily on regressive indirect taxes (like VAT and customs duties), which is approximately 67% of total revenue. On the other hand, Direct taxes, predominantly income tax, contribute only about 33%. [3]

Because of this structural vulnerability, the NBR has set high-stakes targets: to increase the direct taxes' contribution to 42% by 2031 and further to 50% by 2041.[3] To achieve this target, it requires more than just administrative reform; it demands a comprehensive cultural transformation. A widespread "knowledge gap" generates apathy and distance between taxpayers and the state, which results in non-compliance. [3, 4]

Therefore, Tax education, is not just a minor syllabus update; it is a critical, aiming to instill fiscal responsibility from an early age. Thus it will ensure that our future citizens understand the direct connection between the financing of public goods and their tax payments. [4, 5]

Meeting the Curriculum Gap

The NBR has undertaken a grand vision for integrating tax knowledge across

the educational spectrum: primary students would understand the purpose of tax; secondary students would learn simple calculations; and higher secondary students would master to "fill up simple tax file". [3]

However, the current scenario of mass fiscal literacy is very poor. At present, In-depth instruction on income tax is restricted almost entirely to the elective Accounting subject at the Higher Secondary Certificate (HSC) level. [6, 7] This narrow specialization systematically excludes most of the students—those in the Science and Humanities streams—from acquiring fundamental tax literacy before entering the workforce. [8]

Furthermore, the content of the specialized Accounting courses is not up to the mark. Historically, this instruction has been following the legal framework of The Income Tax Ordinance, 1984.[6, 7] Due to the recent enactment of the Income Tax Act 2023 (ITA 2023) [10, 11] has made much of the textbook material on specific rates, exemptions, and computation methods technically outdated. So the accuracy and relevance of the instruction being delivered to students who will be future taxpayers is questionable.

How to Overcome Implementation Hurdles

The transition from ambitious policy to effective practice requires tackling significant challenges.

1. Theory-based Learning

The goal of teaching students to "fill up simple tax file" [3] demands a shift away from theory-based study toward experiential competence. International models, like the Inland Revenue Board of Malaysia's "Tax Education Camps" [12], show the effectiveness of practical learning in building confidence for compliance.[12] For Bangladesh, mere memorization of tax tables and authorities is not enough. The education system must prioritize hands-on workshops and compliance-focused activities. [6, 13]

2. Poor Digital Literacy

The tax education system must integrate digital literacy. The NBR is actively automating its processes, with already functional online return submission and digital income tax payment. [11] Students should be able to cope up with this automation process for achieving effective tax education. [14]

3. Untrained Teachers

The effectiveness of any new curriculum rests mostly on the adaptation quality of its teachers. SSC and HSC educators of Accounting are often unprepared to teach rapidly evolving fiscal laws under the new ITA 2023 because they don't get enough opportunity to upgrade themselves through training. [15]

4. Resource Deficits

Bangladesh also lacks the high-quality, and free educational resources that successful programs in other countries provide. Authorities like the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and the U.K.'s HM Revenue and Customs (HMRC) provide extensive, ageappropriate resources and guides directly to teachers.[12] The honorable Chairman of NBR has proposed developing engaging materials, such as cartoons, short stories suitable for secondary and higher secondary students. [3]. The NBR's existing eLearning platform is currently leans heavily toward VAT management, which requires urgent strategic reallocation of resources and content development to focus demonstrably on income tax literacy. [16]

Recommendations for the Future

To transform tax education from a specialized subject for business students into a universal skill for fiscal citizenship, collaboration and institutional commitment must deepen:

1. Compulsory Fiscal Literacy Module: The most effective reform would be the introduction of a compulsory "Fiscal Citizenship and Compliance" module for all secondary (Classes 9-10) and higher secondary (Classes 11-12) students, regardless of their academic stream (Science, Humanities, or Business Studies). [8] It will ensure the accessibility of the majority of future taxpayers to the foundational tax knowledge.

2. Continuous Content Modulation: A permanent, formalized working group between the NBR (for technical expertise) and the NCTB (for curriculum design) must be established to continuously vet and simplify the statutory language of the ITA 2023 for pedagogical use. This group must ensure educational materials are updated in real-time to enhance the efficiency of the curriculum. [11]

3. Investment in Teacher Training: The NBR must finance and introduce a mandatory "Tax Literacy Certification" program, utilizing its Director General (Training) [6] and elearning resources to train all relevant teachers. This training must focus equally on the legal knowledge of the ITA 2023 and the practical skills necessary for digital e-filing. [11, 16]

The integration of income tax education into the national curriculum is a long-term investment for our fiscal self-reliance. If Bangladesh can successfully translate this high -level policy intent into a practical, mandatory, and continuously updated educational reality, it will not only meet its ambitious revenue targets but also fundamentally redefine the relationship between the state and its future citizens.

References

1. Adam Smith International. (n.d.). Fixing the tax system in Bangladesh: A long road ahead. Retrieved from https://adamsmithinternational.com/articles/fixing-the-taxsystem-in-bangladesh-a-long-road-ahead/

2. Ahsan, M. Z. (2020). Tax knowledge: Sine qua non for tax compliance: Bangladesh perspective. ICMAB. Retrieved from https://icmab.gov.bd/wpcontent/uploads/2020/01/5.Tax-Knowledge.pdf

3. KPMG Bangladesh. (2024). Bangladesh Tax Update 2024. Retrieved from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/bd/pdf/Tax/KPMG_Bangladesh%20 _Bangladesh_Tax%20_2024.pdf

4. LCBS Dhaka. (n.d.). VAT & Tax Management Course Details. Retrieved from https://www.lcbsdhaka.com/courses/vat-tax-management/

5. Mahin, S. (2023, June 20). Learning taxes in school. Dhaka Tribune. Retrieved from https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/377480/learning-taxes-in-school

6. National Board of Revenue (NBR). (n.d.). NBR eLearning [Online platform]. Retrieved from http://nbrelearning.gov.bd/

7. National Board of Revenue (NBR). (2015). Income Tax Authorities and Heads of Income (Part of the Income Tax Ordinance, 1984 Overview). Retrieved from https://nbr.gov.bd/uploads/publications/107.pdf

8. Rajawali Foundation Institute for Asia. (2025). Bangladesh's tax-to-GDP ratio and constrained public spending (Policy Brief 2). Harvard Kennedy School. Retrieved from https://rajawali.hks.harvard.edu/wpcontent/uploads/sites/2/2025/02/241367-HKS-Policy-Brief-2-Tax-FINAL.pdf

9. Scribd. (n.d.). Course Outline: ACT423 Taxation. Retrieved from https://www.scribd.com/document/454479310/Course-Outline-ACT423-Taxationdoc

10. The Bangladesh Today. (n.d.). NBR to increase direct tax contribution to 50% by 2041. Retrieved from https://thebangladeshtoday.com/?p=28478

“ The Sun, source of Pran”

Saldin Yogi

In Yoga philosophy, solar energy (called Sūrya Śakti or Sūrya Prāna) holds deep physical, mental, and spiritual significance. Its importance is understood not only as a source of light and heat, but as a life-sustaining force that nourishes body, mind, and consciousness.

Below are the key reasons solar energy is important according to yoga philosophy:

1. Source of Prāna (Vital Life Force)

Yoga teaches that the sun is the primary source of prāna, the subtle energy that sustains life.

- Solar energy strengthens the prānamaya kośa (energy body).
- It supports vitality, immunity, and mental clarity.
- Breathing techniques like Sūrya Bhedana Prānāyāma channel solar energy into the system.

2. Symbol of Inner Light & Awareness

In yogic philosophy, the sun represents:
- Inner consciousness
- Wisdom
- Truth
- The spiritual fire (tapas)

Practices like Sūrya Namaskār (Sun Salutation) honor the sun as a symbol of awakening inner awareness and discipline.

3. Balancing the Solar (Pingala) Nadi

Yoga identifies two main energy channels:
- Ida (moon, cooling)
- Pingala (sun, heating)

Solar energy corresponds to the Pingala nadi, which governs:
- Action
- Strength
- Digestion
- Confidence
- Motivation

Balancing solar energy improves physical vigor and mental focus.

4. Supports Physical Health & Digestion

Ayurveda and Yoga both teach that sunlight stokes the digestive fire (agni) and activate ATP.
Benefits include:
• Better metabolism
• Hormonal regulation
• Improved circulation
• Stronger bones (via Vitamin D)
Solar exposure at proper times (morning sunlight) is treated as therapeutic.

5. Enhances Mental Clarity & Emotional Stability

Solar energy is associated with:
• Positive mood
• Alertness
• Clear thinking
• Reduced lethargy
Hence, yogic routines encourage morning practices to align the mind with the sun's rising energy.

6. Foundation for Spiritual Discipline (Tapas)

In the Yoga Sutras of Patanjali, tapas (inner heat or discipline) is essential for spiritual growth.
Solar energy symbolizes this heat:
• Commitment
• Purification
• Willpower
• Transformation
It supports deeper meditation and self-discipline.

7. Harmony with Nature & Cosmic Order

Yoga teaches samatva—living in harmony with the rhythms of nature.
The sun governs:
• Natural cycles
• Sleep-wake rhythms
• Seasonal flows
• Agricultural cycles
Honoring solar energy means aligning oneself with universal order (□ta).

8. Spiritual Reverence (Surya as a Deity)

In many yogic and Vedic traditions, Surya is revered as a deity representing:
• Health
• Prosperity
• Longevity
• Higher consciousness
Mantras like "Om Suryaya Namaha" are chanted to invoke solar blessings.

*In yoga philosophy, solar energy is important because it:
- Nourishes the vital force (prāna)
- Awakens inner awareness
- Balances the energy system
- Strengthens body and mind
- Supports spiritual growth
- Aligns humans with cosmic rhythms

Here is a simple, clear, step-by-step guide to practicing Sun Salutation (Sūrya Namaskār)—Classical Hatha Yoga style (12 steps).

***Sun Salutation – Step-by-Step Guide (12 Steps)**

Step 1: Pranamasana (Prayer Pose)

- Stand tall at the front of your mat.
- Join palms at the chest.
- Inhale deeply and Exhale gently.

Focus: Calm the mind and set intention.

Step 2: Hasta Uttanasana (Raised Arms Pose)

- Inhale.
- Lift both arms up and slightly back.
- Stretch from the heels to the fingertips.

Focus: Expand the chest.

Step 3: Uttanasana (Standing Forward Bend)

- Exhale.
- Bend forward from the hips, keeping back straight.
- Bring hands on the feet or beside of feet and keep knees straight.

Focus: Relax neck, lengthen spine.

Step 4: Ashwa Sanchalanasana (Low Lunge pose)

- Inhale.
- Take your right leg back.
- Lower the knee.
- Look up.

Focus: Open hips, lengthen spine.

Step 5: Dandasana (Plank Pose)

- Hold breath.
- Take the left leg back.
- Body in one straight line.

Focus: Engage core and shoulders.

Step 6: Ashtanga Namaskara (Eight-Limbed Salute)

- Exhale.
- Lower knees, chest, and chin to the mat.
- Keep hips slightly up.

Focus: Strengthen upper body.

Step 7: Bhujangasana (Cobra Pose)

- Inhale.
- Slide chest forward into a gentle cobra.
- Shoulders relaxed.

Focus: Open chest, energize spine.

Step 8: Adho Mukha Svanasana (Downward-Facing Dog)

- Exhale.
- Lift hips up into an inverted V shape.
- Push heels gently toward the floor.

Focus: Stretch hamstrings, shoulders, back.

Step 9: Ashwa Sanchalanasana (Low Lunge)–Opposite Leg

- Inhale.
- Bring right foot forward between hands.
- Lower the left knee.
- Look up.

Focus: Balance energy.

Step 10: Uttanasana (Forward Fold)

- Exhale.
- Bring the left foot forward.
- Fold from the hips.

Focus: Relax and ground.

Step 11: Hasta Uttanasana (Raised Arms Pose)

- Inhale.
- Come up with arms stretched overhead.
- Slightly arch back.

Focus: Open the body to solar energy.

Step 12: Pranamasana (Prayer Pose)

- Exhale.
- Bring hands to chest.
- Stand tall and breathe.

Focus: Center yourself.

***Tips for Practice:-**

- Start with 4-6 rounds, gradually increase to 12.
- Move with breath awareness.
- Practice in the morning facing the sun if possible.
- Keep movements slow and mindful.

Saldin Yogi
Gold Medalist, World Yoga Championships 2021
www.saldinyoga.com
Cell: 01914-273718

এএফসি ৩০ এর ২৫

সম্পাদনা পর্ষদ

আমরা ২৫ জন ছয় মাসের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিয়েছিলাম। প্রত্যেকের আলাদা চরিত্র, আলাদা শক্তি, যা পুরো ট্রেনিংকেই স্মরণীয় করেছে। আমরা সবাই কেমন ছিলাম.....

০১. **সুমাইয়া ফেরদৌস-** সর্বজন শ্রদ্ধেয়, শান্ত-স্বভাবের, মিশুক ও পরিশ্রমী। ক্লাসরুমে তার মনোযোগ আর নম্রতা প্রশংসনীয়। সে সবসময় সহপাঠীদের সাহায্য করতে আগ্রহী।

০২. **মোহাম্মদ রকিবুল হাসান-** ভদ্র, দায়িত্বশীল ও স্থিরচিন্তার। প্রশিক্ষণের প্রতিটি কার্যক্রমে সে দায়িত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করত।

০৩. **মোঃ নাজমুস সাকিব-** আত্মবিশ্বাসী, খেলাপ্রিয়, প্রেজেন্টেশনে দক্ষ। কাজের সময় তার আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীল ধারণা সবসময় কাজে লেগেছে।

০৪. **ফারজানা আক্তার-** সদা হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। তার হাসি ক্লাসরুম রুমকে উজ্জীবিত করত।

০৫. **জয়ন্ত বসাক-** সময়ানুবর্তী, পরোপকারী ও গুছানো মনের। তার সব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি প্রশিক্ষণকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল রেখেছে।

০৬. **পূর্ণিতা রানী রায়-** ধৈর্যশীল, সুকণ্ঠী, আবেগী ও মনোযোগী। কম্পিউটার ল্যাব ও ক্লাসরুমে তার অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

০৭. **মোঃ শরীফ মিয়া-** স্পষ্টভাষী ও অমায়িক। সমস্যা সমাধানে তার পরামর্শের গুরুত্ব অপরিসীম।

০৮. **মোঃ আতিকুর রহমান-** দায়িত্ববান ও নির্ভরযোগ্য। তার উপস্থিতি সবার জন্য ভরসার প্রতীক।

০৯. **জুলফিকার হাবিব খান-** সহানুভূতিশীল ও দলমূখী। বন্ধুদের ছোট-বড় সমস্যা সবসময় সমাধান করতে আগ্রহী।

১০. **মোছাঃ ফাতেমা তুজ্জোহরা-** পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, প্রতিটি ক্লাসে তার সুশৃঙ্খল ও মনোযোগী অংশগ্রহণ প্রশিক্ষণকে আরও ফলপ্রসূ করেছে।

১১. **কাজী আছলাম হোসেন-** Not Serious but Sincere, ভরসার প্রতীক ও নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন। তিনি হালকা মেজাজের হলেও কাজে সবসময় আন্তরিক।

১২. **মনির আহমদ-** সামাজিক, উদারমনা। যেকোনো কার্যক্রমে তার সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. **উম্মে আয়মন অরিন-** পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল। তার শান্ত মনোভাব ক্লাসের সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

১৪. **মো. নুরুল ইসলাম-** শান্ত, সংযত ও স্থিতধী। চাপের মুহূর্তেও সে স্থির থাকে।

১৫. **শরীফুল ইসলাম-** আন্তরিক ও নীরবচারী। তার কর্মপদ্ধতি নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য।

১৬. **দীপংকর চৌধুরী-** সদা হাস্যোজ্জল ও পড়ুয়া। তার হাসি ক্লাসরুমকে প্রাণবন্ত রাখে।

১৭. **সৈয়দা মাহফুজা-** বাস্তবমুখী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তার পরামর্শ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর ছিল।

১৮. **দোলন আক্তার-** প্রাণচঞ্চল ও রসগম্ভীর। দলের অনুভূতি বোঝাতে এবং একে অপরকে উৎসাহিত করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা।

১৯. **এস এম ফায়জুল বারী রাতুল-** দৃঢ়চেতা ও ইনোসেন্ট। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা তার বিশেষত্ব।

২০. **মোঃ মোমেন সরকার-** সংকটে স্থির, স্বাস্থ্য সচেতন। চাপের মুহূর্তেও তার স্থিরতা সহপাঠিদের জন্য নিরাপত্তা বয়ে আনে।

২১. **আসিফ ইকবাল-** যুক্তিপ্রিয়, মজা করে কথা বলে। তার যুক্তি এবং হাস্যরস প্রশিক্ষণকে আনন্দদায়ক করেছে।

২২. **জোবায়েদ হোসেন-** সুবক্তা, বক্তৃতা এবং প্রেজেন্টেশনে তার দক্ষতা প্রশিক্ষণকে প্রাণবন্ত করেছে।

২৩. **শীশ বিন বাহাউদ্দিন-** সৃজনশীল ও হাস্যোজ্জল। তার উদ্ভাবনী মনোভাব শিক্ষার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

২৪. **শুভ বড়ুয়া-** রিলাক্স ও ইতিবাচক। চাপের মুহূর্তেও তার শান্ত মনোভাব সকলকে প্রেরণা দিয়েছে।

২৫. **প্রসেনজিৎ কর্মকার-** উদ্যমী ও হাসি-খুশি। সব ধরনের কার্যক্রমে তার উৎসাহ সকলের জন্য প্রেরণার উৎস।

বর্ণিল আলপনা

বর্ণিল আলপনা

কী আবার ? কাজল
তোমার চোখে কী আছে... বলো তো ?
Purni-26

Inhale deeply
Exhale
Slowly
Prenn...
Umm
Hush...
Purni 26

PURNI26

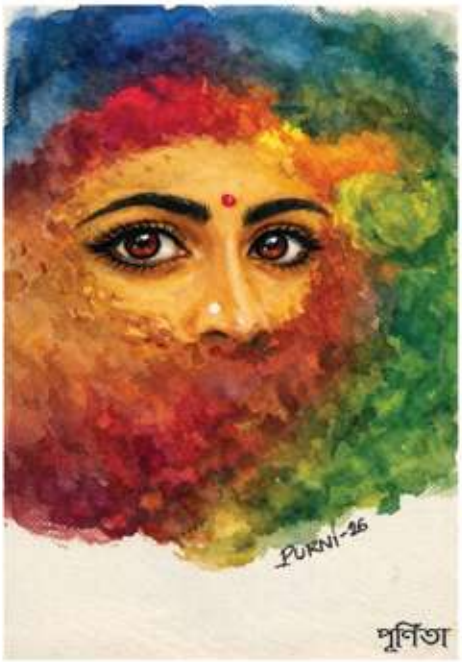
PURNI-26
পূর্ণিতা

বর্ণিল আলপনা

বর্ণিল আলপনা

রাতুল

রাতুল

শরিফ

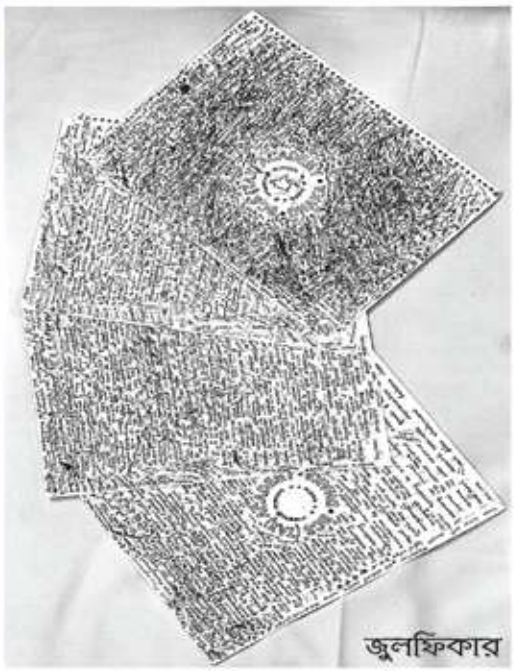
জুলফিকার

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

পাঠশালার দিনলিপি

তর্ক-যুদ্ধ

তর্ক-যুদ্ধ

সমাডিসার

জাতীয় সংসদ পরিদর্শন

সংযুক্তি: কর পরিদর্শন পরিদপ্তর

সংযুক্তি: কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল

সংযুক্তি: আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

সিলেট ভ্রমণ

সিলেট ভ্রমণ

সিলেট ভ্রমণ

সংযুক্তি কার্যক্রম

সংযুক্তি কার্যক্রম

সংযুক্তি কার্যক্রম

সংযুক্তি কার্যক্রম

জাগরণ

জিয়োগা

জিয়োগা

লাবণ্যে

পূর্ণ প্রাণ

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

কালচারাল নাইট

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে পুরষ্কারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে পুরষ্কারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ক্রিড়াঙ্গনে ত্রিশোধ্বনি

আপন রুমমেট

আপন রুমমেট

প্রাজ্ঞ জননী
বিকশিত প্রজন্ম

কিড্‌স গ্যালারী

কিড্‌স গ্যালরী

কিড্‌স গ্যালরী

ক্ষণিকা

ক্ষণিকা

পূর্ণিতা

পূর্ণিতা

ক্ষণিকা

পূর্ণিতা

সাকিব

ক্ষণিকা

সাকিব

পূর্ণিতা

ক্ষণিকা

জুলফিকার

পূর্ণিতা

ক্ষণিকা

জয়ন্ত

জয়ন্ত

ক্ষণিকা

ক্ষণিকা

নুরুল

জয়ন্ত

খুনসুটি

খুনসুটি

খুনসুটি

খুনসুটি

পরিশিষ্ট

আমরা সবাই

পরাণের গহীন ভিতর

Hormone Analyzer

Biochemistry Analyzer

Color Doppler Ultrasound Machine

Dental X-Ray

Automated Hematology Analyzer

Global Medical Engineering (BD) Ltd.

Respect For Life

Provider of Medical Equipment and Solution for Hospitals, Diagnostic, Clinics and Healthcare Institutes

Address: 17/2, Topkhana Road, 1st Floor, Dhaka-1000; Hotline: +880967802055, +8801404003501, Email: info@gmebd.com, Website: www.gmebd.com

আপনি বলেন দিও
MTB বলে NEO
MTB Neo
Utility Bill
Fund Transfer
DPS
MFS Transfer
MTB Neo AVAILABLE ON
Google play
Download on the App Store
16219
Mutual.Trust.Bank
mutualtrustbank.com

EDOTCO

Shaping Bangladesh's Digital Future Connectivity

As a Malaysian government-linked company, EDOTCO Group delivers world-class digital infrastructure expertise beyond borders — enabling resilient, future-ready connectivity ecosystems across Asia.

From urban centres to underserved regions, EDOTCO Bangladesh connects communities, empowers businesses, and unlocks socio-economic opportunities, forming a critical foundation for the vision of a Smarter Bangladesh 2041.

Learn more about us
edotcogroup.com/bangladesh

ACL

ALIB Composite Ltd.

ALIB Composite Limited

100% Knit Garments Exporter

ALIB Composite Ltd is a 100% export-oriented knit garments manufacturer, upplying high-quality products to leading global fashion brands.

We proudly work with internationally recognized names including: NEXT, Matalan, Mountain Warehouse, Cotton On, OVS, Quba, Trespass, Vertbaudet, SELA, JEEP

Our annual export turnover is approximately USD 50 million.

Manufacturing Strength

- 30 production lines across 3 modern units
- Expertise in all types of knit garments
- Strong compliance, quality assurance & timely delivery

Future Growth

We plan to establish another large composite unit by 2030, reinforcing our commitment to sustainable growth and global partnerships.

ALIB COMPOSITE LTD

Quality • Reliability • Global Trust

৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা